www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

সোশ্যাল মেডিক্যাল নার্সিংহোম
দক্ষিণ রায়পুর মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ফোন: 24700029 / 9874011489 / 9874011342

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

সোশ্যাল মেডিক্যাল নার্সিংহোম
দক্ষিণ রায়পুর মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ফোন: 24700029 / 9874011489 / 9874011342

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৯ শ্রাবণ – ৩ ভাদ্র, ১৪২২ ঃ ১৫ আগস্ট – ২১ আগস্ট, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 42, 15 August - 21 August, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহখানেক আগে ফের মধ্যযুগীয় বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ দেখল এ রাজ্যেরই মালদহ। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে নিদারুণভাবে প্রহার করল গ্রামবাসী। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে গুরুতর অবস্থায় তাকে গাজোল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রবিবার : রাজ্যে ফের বাবা–মা'র হাহাকার ফিরিয়ে আনল সবং। কলেজের মধ্যে ছাত্র খুন এবং তা নিয়ে রাজনীতির বিতর্ক জীবনটাকেই কেমন বিস্বাদ করে তুলছে। শিক্ষাঙ্গন এখন জ্ঞান আহরণের নয়, অপরাধের বিচরণভূমি হয়ে উঠেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক।

সোমবার : পুলিশ ক্রমশ যেন হাস্যকর করে তুলছে নিজেকে। সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক তল্পিবাহকের ভূমিকায় থেকে বিশ্বাস–শ্রদ্ধা হারিয়েছে মানুষের। ফের বাইক আরোহীর কাছে আক্রান্ত হল পুলিশ। পুলিশ ক্ষমতাহীন হোক এটাই বোধহয় চাইছে রাজনীতিকরা।

মঙ্গলবার: মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করলেন মাওবাদী হানার আশঙ্কা। দিল্লিও বলছে যে কোনওদিন হামলা হতে পারে রাজ্যে। জঙ্গলমহলেও আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কিষেনজিকে মেরে মাওবাদীদের কড়া বার্তা দিয়েছিল নতুন সরকার। কিন্তু উন্নয়ন দিয়ে বোধহয় তা ধরে রাখতে পারল না তারা। ফের ফিরে আসবে সেই দিন। হাসি ছেড়ে কান্নায় ফিরবে জঙ্গলমহল।

বুধবার : কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র চলছে ডায়রিয়া–আন্ত্রিক হানা। সরকারি থেকে বেসরকারি হাসপাতালে শুধুই ডায়রিয়া রোগীদের ভিড়। প্রবল বৃষ্টির পরেই উপচে পড়ছে হাসপাতাল। সামাল দিতে ব্লক প্রশাসন নেমেছে ক্যাম্প খুলে। স্বচ্ছ ভারতের ভাবনায় এ এক কলঙ্কস্বরূপ।

বৃহস্পতিবার : সংসদে সুষমা–রাহুল বাদানুবাদ যেন কে কত দুর্নীতির বখরা পেয়েছে তাই নিয়ে বিতণ্ডা। কোনও উন্নয়নের কথা, কোনও বিল ছাড়াই শেষ হয়ে গেল বাদল অধিবেশন। শুধু রেখে গেল দুর্নীতির পচা দুর্গন্ধ।

শুক্রবার : সপ্তাহের শেষটায় খোলা টাটকা হাওয়া নিয়ে এল মায়ের কোলে ফিরে আসা দুর্জয়। হোম থেকে পালিয়ে গিয়ে মায়ের কোল শূন্য করে দিয়েছিল সে। আজ স্বস্তি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নেতাজি সংগৃহীত আইএনএ সম্পদ কোথায়?

নিষ্ফলা সংসদ শুধুই সময় কাটালো বখরা ভাগের বিতর্কে

ওঁকার মিত্র

ভারতীয় সংসদ অধিবেশনের যারা নিয়মিত দর্শক তাদের স্মৃতিপটে গত ১২ আগস্ট দিনটি বহুদিন উজ্জ্বল হয়ে

আজাদ হিন্দ

File No 25/4/NGP, Vol-I

INA

D.O.No.5(25)/51.

SECRET

INDIAN LIAISON MISSION
TOKYO
21st May 1951.

My dear Chakravarty,

Will you please refer to the Ministry's secret telegram No.25112 dated the 8th May, asking us to obtain SCAP clearance for Mr. S.A.Ayer to visit Japan by the 15th May on a two-week holiday?

2. Apart from the fact that the particulars required under the existing SCAP regulations, of which the Ministry are no doubt fully aware, did not reach us until the 16th May, I was at a loss to understand why we should have been rushed in this fashion, unless of course Government were particularly interested in the visit, which however seemed unlikely as it had been clearly stated in the telegram that he was coming here for a holiday. We have also had a cable from the Passport Officer, Bombay, in this connection. This sudden hurry over what is purported to be a holiday trip and the fact that he is visiting this country as Ramamurti's guest make one wonder if there may not be more in it than meets the eye. As you are no doubt aware, there have been serious allegations against Ramamurti with regard to the misappropriation of the funds of the late Indian Independence League, as also the personal property of the late Subhas Chandra Bose, consisting of considerable quantities of diamonds, jewellery, gold and other valuable articles. Rightly or wrongly, Ayer's name has also been associated with these charges. The matter was referred to the Ministry in Rama Rau's secret D.O. of the 4th December 1947 to which Dayal replied in his D.O. No.D.9593-FEA/47 dated the 30th December 1947. I thought I should bring this point to your notice for whatever it may be worth.

3. I hope you are not seeking Ayer's assistance with regard to the disposal of Netaji Subhas Bose's ashes now lying in a Tokyo temple, as it is most undesirable that he should, in view of the suspicions surrounding him, be associated in any manner with the taking over of these relics.

Yours sincerely,

(K.K.Chettur)

Chakravarty, Esq., I.C.S.,
...tary, Commonwealth Relations,
...try of External Affairs,

আজাদহিন্দের বিপুল পরিমাণ অর্থের সন্ধান কেন্দ্র সেদিন পেয়েছিল। তারই একটি গোপন নথির প্রতিলিপি যেটি মুখার্জি কমিশনে এসেছিল।

থাকবে। সেদিন সংসদে সুষমা স্বরাজ, রাহুল গান্ধি,অরুণ জেটলি এবং সোনিয়া গান্ধির বাদানুবাদ সমগ্র দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করে গেল। একজন বলছেন আপনার পরিবার ললিত কান্ডে কত টাকা পেয়েছে বলতে হবে। অন্যজন পাল্টা বলছেন আপনার মাম্মিকে জিজ্ঞাসা করুন কুত্রোচির কত টাকা আপনার বাবা পেয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে লুঠ করা ধনসম্পদ ভাগ করতে গিয়ে ডাকাতদলের নিজেদের মধ্যে বখরা নিয়ে তুমুল বিতন্ডা চলছে। যাদের টাকা লুঠ হল, যাদের জন্য সংসদ সেই জনগণ এই নাটক দেখে স্তম্ভিত।

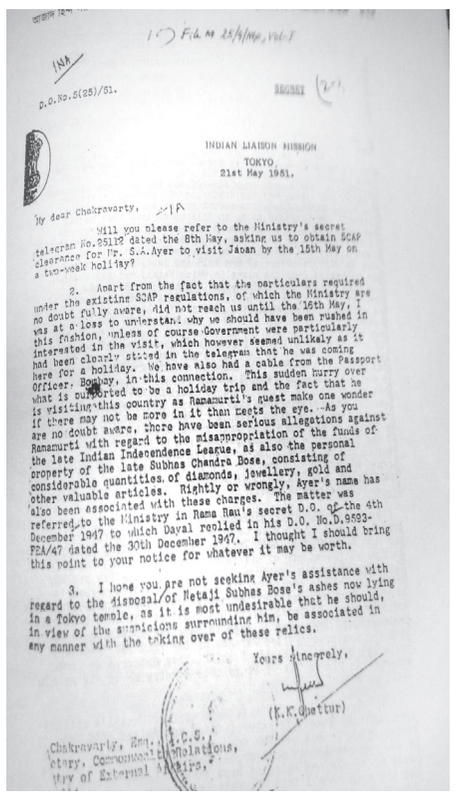

ব্রিটিশদের থেকে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে পরিচিত ভারতের পবিত্র কক্ষ বলে চিহ্নিত লোকসভা ও রাজ্যসভায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ নিয়ে কতটা সময় কেটেছে তার কোনও সমীক্ষা হয়েছে কিনা জানা নেই। হলে অবশ্যই দেখা যেত যে অপরাধের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বিদেশি শাসকরা দেশ ছেড়েছিল দেশীয় শাসকরাও সেই একই দোষে দুষ্ট। বখরা বিতর্কে ঘন্টার পর ঘন্টা দুর্মূল্য সময় ভারতীয়দের জীবন থেকে নিষ্ফল হয়ে ঝরে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশন যদি শুধু নিজেদের পাওনা গন্ডা বিতর্কে সময় কাটায়, যদি উন্নয়নের বার্তাই না বহন করে তবে সে সংসদ রেখে লাভ কি?

নানা কেলেঙ্কারি ও তার কাটমানি নিয়ে যেমন নিজেদের মাঝে ঝগড়াঝাটি আছে আবার যৌথ কেলেঙ্কারির প্রশ্নে নিজেদের এককাট্টা হওয়ার উদাহরণও আছে। জনগণের উন্নয়ন বিরোধী সংসদের এ এক অন্যরূপ। যেমন এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল আইএনএ–র সম্পদ লুঠ বিতর্ক। ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি চালাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সংগৃহীত কোটি কোটি টাকার সোনা–দানা, অর্থ কোথায় গেল? কে আত্মসাৎ করল? এ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। সংসদে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই এ বিষয়ে আলোচনায় রাজি নয়। জনগণের প্রশ্ন, তবে কি এর বখরা সকলের কাছেই পৌঁছে গিয়েছে? অভিযোগ আছে নেহরু সরকার এমনকি নেহরুজি নিজেও জানতেন এই সম্পদের হদিশ কিন্তু জনগণকে জানাতে চাননি।

কি সেই অভিযোগ? ইন্ডিয়া টুডে তথ্য ঘেঁটে জানাচ্ছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে আইএনএ সম্পদ বেহাত হয়ে যাওয়ার সতর্ক বার্তা টোকিও বারবার দিলেও নেহরু তাতে কর্ণপাত করেননি। আরও অভিযোগ জাপান থেকে ভারতে নিয়ে আসা আইএনএ ধনসম্পদ কি হবে এই বিতর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নাকি বলেছিলেন সোনা–দানা নেতাজির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু নেহরু এই প্রস্তাব খারিজ করেন এবং তা দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ভল্টে নাকি রাখা হয়। কিন্তু এসবই হল গোপনে। আজও কাউকে জানানো হয় নি সত্যিটা কি। কেউ বলেন চারখানা স্টিলের বাক্সে ভরা নেতাজি সংগৃহীত ধনসম্পদ ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর উত্তর দেবে কে? এ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই সংসদে। সব রাজনৈতিক দলই মুখ না খুলতে এককাট্টা।

উল্লেখ্য, জিরো আওয়ারে ওড়িশার বিজেডি সাংসদ ভর্তিহরি প্রশ্ন তোলেন নেতাজি ফাইল কবে প্রকাশিত হবে? লজ্জার বিষয় বাংলার ডান বাম কোনও সাংসদই সেদিন এ নিয়ে সমর্থন তো দূরের কথা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। নেতাজি আজও ভারতবাসীর 'হার্ট ধ্রব।' নেতাজির ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মানুষ কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এই সম্পদ তার প্রমাণ। ভারতবাসী নেতাজির পথে স্বাধীনতা পেতে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২৯ জানুয়ারি নেতাজির ৪৮তম জন্মদিনের উৎসবে তাঁর ওজনের সমপরিমাণ সোনা দিয়েছিলেন মানুষ। মহিলারা নিজেদের আভরণ খুলে দিয়েছিলেন নেতাজিকে। দাবি একটাই স্বাধীনতা চাই। তথ্য বলে সব মিলিয়ে সেদিন ২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এমন উন্মাদনা আবেগের দাম কোনও অর্থমূল্যে হয় না।

কিন্তু বিপুল এই ধনসম্পদ কোথায় গেল তা জানতে মানুষ এখন বদ্ধপরিকর। শুধু কি তাই! আন্দোলন চালানোর অর্থসংস্থান করতে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন নেতাজি। ১৯৪০ সালে রামালিঙ্গ নাদার তাতে দিয়েছিলেন ৪২ কোটি টাকা। দিয়েছিলেন স্বর্ণমুদ্রাও। সেটারও কোনও হদিশ নেই। পিছন থেকে ছুরি মারার পূর্ণ স্বাধীনতা তো এলই না। লুঠ হয়ে গেল অর্থভান্ডার। রামালিঙ্গ ও তাঁর উত্তরসূরীরা আজও ওই টাকা ফেরত চাইছেন। আরবিআই–এর কাছেও তারা দরবার করেছেন। আর বিআই জানিয়ে দিয়েছে তারা ওই অর্থের হদিশ জানে না। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৯৪৪ সালে আরবিআই এর জন্ম ১৯৫০ সালে। তাহলে ওই টাকা কোথায় গেল? স্বাধীন ভারতের প্রথম এই আর্থিক কেলেঙ্কারির উত্তর কে দেবে। মানুষ এ জবাব চাইবেই। এই চাওয়া ক্রমশ আরও তীব্রতর হচ্ছে। গান্ধি–নেহরু পরিবার এর জন্য প্রস্তুত তো?

বখরা নামচা

"ললিত মোদির কাছ থেকে আপনার পরিবার কত টাকা পেয়েছে জানান।"

"মাকে জিজ্ঞাসা করুন কুত্রোচ্চির কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছেন।"

হতভাগ্য জওয়ানরা

পিছন থেকে ছুরি মারায় আজাদহিন্দ বাহিনীর জওয়ানরা বাধ্য হয় যৌথ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে। স্বাধীনতার পরেও এরা ব্রাত্যই থেকে গিয়েছে।

গ্রামের নাম শুনেই ভেঙে যাচ্ছে একের পর এক বিয়ের সম্বন্ধ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অপরাধ পাত্রের নয়। পাত্রের গ্রামের। আর এই অপরাধে একের পর এক বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে সেই গ্রামের পাত্রদের। বিয়ের সম্বন্ধ এগিয়েও গ্রামের নাম শুনে পাত্রীদের পরিবার সম্বন্ধ নাকচ করে দিচ্ছে। এমনই এক বিরল দৃষ্টান্তের নজির হয়ে উঠেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলারই একটি গ্রাম। মাসে দশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করে ছেলে। স্বভাব–চরিত্রও ভাল। এছাড়া নিজস্ব বাড়ি ও জমিজমা আছে বেশ কিছুটা। ফলে চাষ–বাস থেকেও কিছু আয় হয়। বিয়ের বাজারে এরকম পাত্রের যথেষ্ট কদর আছে। এহেন উপযুক্ত পাত্রের বিয়ের কথা অনেকটা এগিয়েও ভেঙে গেল গ্রামের নামের কারণে। গ্রামের নাম শুনে পাত্রীর বাবা–মা আর মেয়ে দিতে রাজি হলেন না।

উত্তর চব্বিশ পরগণার যে গ্রামে মেয়ের বিয়ে দিতে পাত্রীর বাবা–মায়ের এমন আপত্তি, সেই গ্রামের নাম কামদুনি। যে নাম আজ শুধু জেলা নয়, রাজ্য তথা দেশের গন্ডি অতিক্রম করেছে। কামদুনির সেই নৃশংস ঘটনা তাই আজও পাত্রীর অভিভাবকের শিহরিত করে।

একারণেই তারা কামদুনি গ্রামে মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ। গ্রামের নাম কামদুনি হওয়ার কারণে বিয়ে বা সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। এ বিষয়ে কামদুনি গ্রামের ঘটক রবীন কয়াল জানান, শুধুমাত্র গ্রামের নাম কামদুনি বলে, তাঁর করা তিনটি সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে। বলেন, 'এখানে কেউ মেয়ে দিতে চাইছে না। একসময় শাসনের ক্ষেত্রে এরকম সমস্যা হত।' আজ তাঁকে নিজের গ্রাম নিয়েই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, বলে উল্লেখ করেন রবীনবাবু। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মিল রেখে কামদুনি গ্রামের পাত্র সুকান্তও শোনালেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। বলেন, 'বিয়ের কথা প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতেই ভেঙে যাচ্ছে। পাত্রীপক্ষ যখন গ্রামের নাম কামদুনি শু নছেন তখন পিছিয়ে যাচ্ছেন।' এ প্রসঙ্গে কামদুনি গ্রামের প্রতিবাদী গৃহবধূ মৌসুমী কয়াল জানান, বিষয়টা তিনিও শুনেছেন। তবে এমনটা হওয়া ঠিক নয়। কারণ সবাই যদি এমন করতে থাকে, তাহলে তো গ্রামটাই অকেজো হয়ে যাবে। যদিও এটা ঠিক তিনিও মেয়ের মা হলে হয়তো দুবার ভাবতেন বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান, এখনও এখানে পুলিশ ক্যাম্প হয়নি। রাত আটটার পর পাহারায় থাকা পুলিশ চলে যায়। বলেন, 'তবুও বলব ভয়ের কিছু নেই। মেয়ে পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। বুঝতে হবে অবস্থা এখনও আগের মত নেই।' পাত্রীপক্ষদের প্রতি তাঁর আবেদন, কামদুনি পৃথক কোনও গ্রাম নয়। অন্যান্য গ্রামের মতই কামদুনিও সাধারণ একটা গ্রাম।

ক্যানিংয়ে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৪ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে সিবিআইয়ের ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার রাইস মিল রোডে আরও একটি চিটফান্ড সংস্থা 'সানমার্গ'–এর ক্যানিং ব্রাঞ্চ অফিসে হানা দিয়ে বেশ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করে। তল্লাশির সময় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তল্লাশির পর সানমার্গের ক্যানিংয়ের অফিসটি সিল করে দেয় সিবিআই আধিকারিকরা। তাদের কাছে জানা গিয়েছে এই চিটফান্ড সংস্থাটির কয়েকগুচ্ছ নথি সম্বলিত কাগজ উদ্ধার হয়েছে এই তল্লাশি অভিযানে। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যে সারদা ছাড়াও অন্য চিটফান্ড সংস্থাগুলির শিকড়ের দিকে নজর রেখেছে সিবিআই। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বার্তা আদান–প্রদানও চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবেই ক্যানিংয়ের মতো ব্যাস্ততম শহরে এই হানা। তল্লাশি শেষে ক্যানিং থানায় পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে সিবিআই আধিকারিকরা।

সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ নিকাশি, অকেজো লকগেট, ভাসল মানুষ

মেহেবুব গাজী

প্লাবনের হাত থেকে এলাকাকে বাঁচাতে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে সাত বছর আগে নতুন নিকাশি খাল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বসানো হয়েছিল নদী সংলগ্ন নতুন একটি লকগেট। সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন মজে রয়েছে নিকাশি খাল। এমনকি লকগেটও অকেজো। এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাকে জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, তারপরও প্রশাসন ও মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে লাগাতার বৃষ্টিতে জমা জল নিকাশি খাল সংলগ্ন লকগেট দিয়ে বের হতে না পেরে প্লাবিত হয়েছে জয়নগর ২ নম্বর, মথুরাপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর এই তিনটি ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৩০ হাজার বিঘার বেশি চাষের জমি। নষ্ট হয়েছে বীজতলা ও সবজি। ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি। তারপরও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসন ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীর। বৃষ্টি থেমে রোদের মুখ দেখা গেলেও সুন্দরবন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতায় এলাকার জল না নামায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'ওই নিকাশি খালপথ নিয়মিত সংস্কার ও লকগেটটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের নজরে আনা হয়েছে।'

কাঠগড়ায় পরিবর্তন

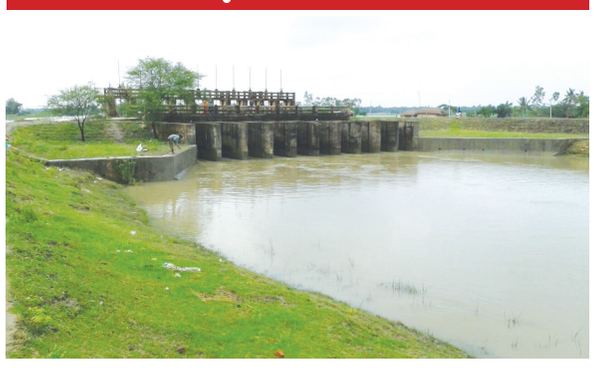

মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, রায়দিঘি, জয়নগর ও কুলতলি এলাকার নিকাশি সমস্যার কথা ভেবে বাম আমলে ২০০৮ সালে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয় করে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বাইশহাটা, মনিরতট, খুঁটিপোতা ও মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের নালুয়া, লালপুর, দেবীপুর, মথুরাপুর পূর্ব।

এরপর পাঁচের পাতায়

আমেরিকার বাজারেও মন্দার ছায়া

রাজ্যসভার শ্যেনদৃষ্টিতে পতনের কবলে বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের ভালো সময় কি আপাতত অতিবাহিত? এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দুনিয়ার ট্রেডারের মনে। আতঙ্কের কালো ছায়া হঠাৎ করেই গ্রাস করছে এই অর্থনৈতিক বাজারকে। শুধু ভারতের বলে নয় এই মন্দার আবহে এখন কম্পমান আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো উন্নত দেশও। আসলে ভারতের পরিস্থিতি মোটেই সেভাবে খারাপ নয়। অন্তত বিদেশের নিরিখে এ দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এমনকি দাপুটে চিন যখন ডুবন্ত নৌকার মতো বেহাল হয়ে পড়ছে ক্রমশ তখন ভারত মাথা উঁচু করে বিরাজমান। তাও এই 'সব পেয়েছির ' আমলেও ভারতের বাজার কেন এভাবে পড়ছে। এই তো কদিন আগেই আট হাজারের ঘর ভেঙেও ভারতের নিফটি ফের তড়তড়িয়ে বেড়ে চলছিল। তার প্রধান কারণ মার্কিন তথা বিদেশি ক্রেতারা বেশ ভালোরকম কেনাকাটা শুরু করেছিল ভারতের বাজারে। তার এই ছন্দ পতন কেন? আর এত দ্রুততালেই বা পড়তে শুরু করল বাজার। এর উত্তর কিন্তু বিদেশের খারাপ খবর মোটেই নয়। বরং ভারতীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণ চিত্র এখন প্রতিফলিত হচ্ছে ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্স। কংগ্রেসের একটা অদ্ভুত কালীদাস মার্কা গোঁ–র জন্য সারা দেশকে ভুগতে হচ্ছে। এই যে জমি বিল বা পণ্য পরিষেবার মতো বিল রাজ্যসভার গেরোয় আটকে যাচ্ছে তা কংগ্রেসের গোঁয়ার্তুমির রাজনীতির জন্য এটা এখন এদেশের শিশুরাও জানে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি নাকি এই জঙ্গিপনা রাজনীতি শিখেছেন এ রাজ্যের সদা মুখর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই। এটা স্বয়ং সোনিয়াজীই ফাঁস করে দিয়েছেন। এটা যদি সত্যি হয় তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে দেশের অর্থনীতির হালহকিকৎ কি হতে যাচ্ছে। এ রাজ্যের সিঙ্গুর থেকে তৎকালীন বিরোধীদের তাড়নায় চলে যেতে হয়েছিল টাটাদের। রাজ্য হারিয়েছিল এক বিশাল কর্মভাণ্ডারের সুযোগ। সেই নেতিবাচক রাজনীতির ব্যাটন যদি মমতার হাত থেকে সোনিয়াজী নিয়ে থাকেন তা হলে অচিরেই এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাবে ব্যাপক সংখ্যক বিদেশি পুঁজি। বিশ্বায়নের এই ভরা বিশ্বে নিতান্ত খরার কবলে পড়তে হবে ভারতীয় অর্থনীতিকে। কংগ্রেসের এই স্যুইসাইড রাজনীতির জেরে সারা বিশ্বে নিন্দিত হচ্ছে ভারত সরকারের মনোভাব। অথচ এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। কারণ, লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভার ঘাটতির জন্য আজ এতো গুরুত্বপূর্ণ বিল থমকে দাঁড়াচ্ছে। বামন্থীদের বিশ্বায়ন বিরোধী মনোভাবের শরিক হয়ে উঠেছে কংগ্রেসও। ফলে এতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিএসটি এবং জমি বিল আটকে যাচ্ছে। যেহেতু ঘরোয়া রাজনীতির সাত–পাঁচ দেখবে না বিদেশি লগ্নিকারীরা তাই ভারতে নতুন করে পুঁজির আগমনও আটকে যাবে। এতো খারাপের মধ্যেও আশার আলো যে একদম নেই তা নয়। ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে সোনিয়া গান্ধি তথা কংগ্রেস হয়তো রাজ্যসভায় এই বিলগুলি পাশ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এমন একটা সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। হতে পারে নিজেদের ইগো বজায় রাখতে ভোটাভুটির সময় কংগ্রেস ওয়াকআউট করল। এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে এই বিলগুলি পাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরদার হবে। এমতাবস্থায় এটাই ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে লাভজনক হতে পারে।

বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এমনটা হওয়ার দিকেই ক্রমশ এগোচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান সমাপতন। কারণ কংগ্রেস ভালোমতো জানে বিদেশের কাছেও তাদের ভাবমূর্তি খারাপ হবে এর

ফলে। বামপন্থীরা প্রথম থেকেই আদর্শগত কারণে এইসব বিলে সহমত হয় না। কিন্তু কংগ্রেস এর আগে একাধিকবার বিশ্বায়নের পক্ষে সওয়াল করতে এই ধরনের বিল এনেছে। তৎকালীন বিরোধী এনডিএ তথা বিজেপি সমর্থনও জানিয়েছে কংগ্রেসকে। তাছাড়া এফডিআই বা পূর্ণাঙ্গ বিদেশি পুঁজির পক্ষে ওকালতি করতে বারংবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে কংগ্রেসের সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। তাই এখন কংগ্রেসের এই বিরোধিতা যে শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতির জন্যই করা তা প্রকটিত হচ্ছে। ফলে কংগ্রেসের ঘরের মধ্যেও চাপ বাড়ছে সোনিয়া–রাহুলের প্রতি। আসলে নেহেরুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই গান্ধি পরিবার বামঘেঁষা সমাজতন্ত্রের ধারক –বাহক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে বহুবার। একগুঁয়ে রাজনীতির এই দিকটা পছন্দ করে না কংগ্রেসেরই একটা বড় অংশ। গান্ধি পরিবারের প্রতিপত্তির আড়ালে তা চাপা পড়ে থাকলেও খারাপ সময় ফের প্রকাশ্যে আসছে সেই দ্বন্দ্ব। যা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে সোনিয়াদের। তারওপর সীতারাম ইয়েচুরি সিপিএমের সর্বোচ্চ পদে বসার পর থেকে কংগ্রেস সিপিএমের সখ্যতা বাড়ছে। দলের মধ্যে মনমোহন – চিদম্বরমদের লবি এর বিরোধিতা করছে। তাঁরা সোনিয়াদের বোঝাচ্ছেন জিএসটি সহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিরোধিতা করলে তরি ডুববে নিজেদেরই। ভবিষ্যতে দিল্লির তখতে কংগ্রেস বসলে তাদের ক্ষেত্রে বুমেরাং হবে এখনকার নেতিবাচক রাজনীতি।

ঘরোয়া রাজনীতির এই আকচাআকচির পাশাপাশি বিদেশের বাজারে হঠাৎ করেই কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। কদিন আগেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্ক ফেবার ভবিষ্যতবাণী করেছেন আমেরিকা এবং ইউরোপ জুড়ে নাকি বড় সংশোধনী বা কারেকশন দেখা দেবে। সেই অঙ্ক মেনে রোজই প্রায় নিচে আসছে বিদেশি বাজারগুলি। এর মধ্যে গত সোমবার আমেরিকার বাজার একটু ঘুরে দাঁড়ালেও মঙ্গলবার ফের তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তা। ঘরের পাশাপাশি বিদেশ থেকে এই নেতিবাচক বার্তা আসায় চাপে পড়ে গিয়েছে ভারতের সূচকগুলি। বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এসপি তুলসিয়ান তাঁর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে দাবি করছেন ভারতের বাজার পড়লেও তা ৮ হাজারের নিচে আসা খুব মুশকিল। যদিও অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা ভারতের বাজার ৭ হাজারের ঘরে পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবছরের শেষে। এতো কিছু দড়ি টানাটানির মধ্যে না গিয়ে এটুকু বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে ঘর এবং বাইরের উভয়দিকের চাপ ভারতের অর্থনীতির ওপর প্রবলভাবে বিরাজমান। সেখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে গেলে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ বিলের সমাধা অর্থাৎ তা পাশ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে হয়তো এই কোণঠাসা অবস্থা থেকে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়াতে পারে ভারতের সূচক। হয়তো এরই মধ্যে একদিন সকালে দেখা গেল নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়েই ব্যাপক সংখ্যক ওপরে খুলেছে। তাহলে বুঝতে হবে আপাতত সমস্যার দাবানল নিভে গিয়েছে। এর সঙ্গে যদি বিদেশের বাজার একটু সঙ্গত করে তবে এই আগস্ট মাসেই ভারতের নিফটি ৮৮০০ পেরিয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত এটা সকলেই অবগত আছেন যে, ভারতের প্রধান সূচক নিফটি এর আগেও ৮৬০০–র ঘর ডিঙাতে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই জায়গা থেকে যদি নিফটি সেই গন্ডি অতিক্রম করতে পারে তবে ফের ৯ হাজারের দিকে ধাবিত হবে উল্কার গতিতে। এখনকার এই পতনের কথা মনে রেখে অনেকে অপশন বাজারে নিফটির পুট কেনায় মন দিয়েছেন। এখানেও উল্টো ঘটনা ঘটতে পারে। যারা বাজারের নিচের সম্ভাবনার কথা ভেবে এইসব নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছেন তাদের কাঁচকলা দেখিয়ে সামনের কোনও এক সকাল থেকে বিশাল গ্যাপ–আপ খুলতে পারে বাজার। তাহলে কিন্তু চরম দুর্দশা নাচবে নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের জন্য। এক্ষেত্রে একটা উপায় বাতলে দিচ্ছেন এক শ্রেণির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অর্থনৈতিক পন্ডিত। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী এ মাসে নিফটি খুব বেশি হলে ৮৩০০–র কাছে আসবে আর ওপরে ৮৮০০ ঘর দেখাবে। ফলে দুদিক থেকেই সম্ভাবনা রয়েছে প্রভূত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ আগস্ট – ২১ আগস্ট, ২০১৫

মেষ : ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

বৃষ : বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধ বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ–প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

সিংহ : শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

কন্যা : মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মকর : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ : নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা–বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৪২৮৪ কনস্টেবল

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪,২৮৪ জন কনস্টেবল নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ছেলেরা আবেদন করবেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ছাড়াও নিয়োগ হবে স্পেশ্যাল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নে। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ১,৪৯ ২, সাধারণ (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ৭২৩, তফসিলি জাতি ৬৬৩, তফসিলি জাতি (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ৩৩০, তফসিলি উ পজাতি ২০৫, তফসিলি উপজাতি (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ১০২, ওবিসি–এ ৩১৭, ওবিসি–এ (এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি) ১৩৬, ওবিসি–বি ২২৬, ওবিসি–বি (এক্সেম্পেটেড ক্যাটেগরি) ৯০।

মোট শূন্যপদের ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪২৮টি শূন্যপদ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত হোমগার্ডদের জন্য সংরক্ষিত হবে। প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। জমি হারানো পরিবারের সদস্য, প্রাক্তন জনগণনা কর্মী, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এরকম কর্মীরা এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত হোমগার্ড ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি, রাজবংশী ও গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। **বুকের ছাতি :** না ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফসিলি উপজাতি, গোর্খা ও রাজবংশীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। উচ্চ তা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকতে হবে ৬ মিনিটে ১,৬০০ মিটার দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে। ১ ঘন্টার পরীক্ষায় মোট ৬০টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের নম্বর ১.৫। বিষয় অনুসারে নম্বর : জে নারেল অ্যাওয়্যারনেস ও জেনারেল নলেজ ৩০ নম্বর (প্রশ্নসংখ্যা ২০টি), ইংরেজি ২৪ নম্বর (প্রশ্ন সংখ্যা ১৬টি), মাধ্যমিক মানের এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স ২৪ নম্বর (প্রশ্ন সংখ্যা ১৬টি), রিজনিং ১২ নম্বর (প্রশ্ন সংখ্যা ৮টি)।

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউয়ে প্রার্থীর সাধারণ সচেতনতা এবং পুলিশ বাহিনীতে চাকরির উপযুক্ততা যাচাই হবে। সবশেষে নথিপত্র যাচাই ও মেডিকেল টেস্ট।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। এ ই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 06/2015/WB–PRB.

অনলাইন ও অফলাইন দুই পদ্ধতিতেই দরখাস্ত করা যাবে। অফলাইন ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই ওয়েবসাইট থেকে : www.policewb.gov.in এই ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট বারে ক্লিক করলে অনলাইন উইন্ডোর সঙ্গে অফলাইন উইন্ডোও পাবেন। 'অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন' উইন্ডোতে ক্লিক করলে অফলাইন ফর্ম ও অফলাইন দরখাস্ত পূরণ–সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। কম্পিউটারেই অফলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলমগুলি পূরণ করতে হবে। তারপর 'সেভ অ্যান্ড ডাউনলোড'–এ ক্লিক করলে ৮ সংখ্যার অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর–সহ পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেখা যাবে। এই নম্বরটি টুকে রাখবেন। পূরণ করা দরখাস্ত একটি বার কোডেও পাওয়া যায়। প্রিন্ট আউট নিতে হবে এ–ফোর মাপের ও ৭৫ জিএসএম কাগজে, মনো লেজার জেট প্রিন্টার ব্যবহার করে। অন্তত ৬০০ ডিপিআইয়ের প্রিন্ট নিতে হবে। ৬ টাকার বিনিময়ে কোনও তথ্য মিত্র কেন্দ্র থেকেও এই ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নেওয়ার কাজটি করা যেতে পারে।

ফি বাবদ 'West Bengal Police Re–cruitment Board'–এর অনুকূলে ১৫০ টাকা জমা দিতে পারেন ই–পেমেন্টের সুবিধাযুক্ত কোনও পোস্ট অফিসে। রাজ্য জুড়ে ৩৮৮টি পোস্ট অফিসে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। 'ইন্ডিয়া পোস্ট চালান ফর্ম' সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওয়েবসাইট থেকেই এই চালান ফর্ম পাওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ পোস্ট অফিস নেবে ১০ টাকা। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতেও ফি দেওয়া যাবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করার দু 'দিন পরে ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত ২০ টাকা নেবে। তফসিলিদের ফি লাগবে না।

দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ৪.৫x৩. ৫ সেমি মাপের একটি ফটো সেঁটে দিতে হবে। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে।

দরখাস্ত ভরা খামের মাপ হতে হবে ৩২ ২২ সেমি। খামের ওপর লিখবেন : Name of the recruitment : Recruitment to the posts of Constable (male) in West B engal Police. Name of the Post Con–stable (Male) : Applicati on Sl. No. ……….. শূন্যস্থানে অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর লিখবেন।

ডাকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Chairman, West Ben gal Police Recruitmen t Board, Araksh a Bhaban, 5th Floor, Block–DJ, Sector–II, Salt Lake City , Kolkata 700 091.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.policewb.gov.in দরখাস্ত করতে বসার আগে পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন, দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। ফটোর ব্যাক গ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। দর খাস্তের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যও পাবেন এই ওয়েবসাইটেই। ফি বাবদ দিতে হবে ১৫০ টাকা। তফসিলিদের ফি লাগবে না। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে ফি দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ৫ টাকা।

তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও ২০ টাকার অতিরিক্ত চার্জের বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখাতেও ফি জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পরে একই ওয়েবসাইটে গিয়ে সাবমিট করা যাবে ৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

দরখাস্ত করতে বসার আগে নিয়মকানুন খুঁটিয়ে দেখে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যমিত্র কেন্দ্রের সাহায্য নেবেন। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে রাজ্যের তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলির তালিকা পাবেন। অসুবিধা বা প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সোম থেকে শুক্র সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ফোন করতে পারেন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই নম্বরে : ৮০১৩০–৮০১৩০–৩৩৩২২।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদনের সময় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যবসার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্পের অধীনে ঋণ চেয়ে আবেদনের সময়সীমা ৩১ জুলাই থেকে বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট করা হল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঋণ–প্রকল্পে ব্যবসার প্রকল্পব্যয়ের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ও সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি পাওয়ার সুযোগ আছে।

'কর্মক্ষেত্র'–র ৩ জুলাই সংখ্যায় 'প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্পে ব্যবসার জন্য ঋণের আবেদন করা যাচ্ছে' শীর্ষক সংবাদে এই ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্প থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য প্রকল্প ব্যয় হতে হবে ব্যবসা ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা। বার্ষিক পারিবারিক আয়–সংক্রান্ত কোনও বিধিনিষেধ নেই। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হতে হবে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থীরা যথাক্রমে প্রকল্প ব্যায়ের ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ সরকারি ভর্তুকি হিসেবে পাবেন।

উভয়ক্ষেত্রেই প্রার্থীর নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ হতে হবে প্রকল্পব্যয়ের ১০ শতাংশ। তফসিলি, ওবিসি, মহিলা, সংখ্যালঘু, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী ক্যাটেগরির গ্রামাঞ্চলের প্রার্থীরা ভর্তুকি হিসেবে পাবেন প্রকল্পব্যয়ের ৩৫ শতাংশ এবং এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের প্রার্থীরা পাবেন প্রকল্পব্যয়ের ২৫ শতাংশ। এইসব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ প্রকল্পব্যয়ের ৫ শতাংশ। প্রকল্পের বাদবাকি অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ঋণের অর্থের ওপর স্বাভাবিক হারে সুদ ধার্য হবে। ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে। ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের এই দুই অফিস থেকেও : (১) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, ৩৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা – ৭০০ ০১২। (২) কেভিআইসি ডিভিশনাল অফিস, ধানতলা, পোঃ স্যাটেলাইট টাউনশিপ, শিলিগুড়ি।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের অফিসগুলি থেকেও দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে এই তিন ওয়েবসাইট থেকেও। www.kvic.org.in. www.wbkvic.org.in www.messewb.gov.in যেখান থেকে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করবেন, নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত জমা দেবেন সেখানেই। ডাউনলোড করা ফর্ম পূরণের পরে জমা দেওয়া যাবে নিজের জেলার শিল্পকেন্দ্রে বা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের নিকটবর্তী অফিস বা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের অফিসে। ফর্ম সংগ্রহ ও পূরণ করা দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩১ আগস্ট। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই দুই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvic.org.in বা www.mssewb.gov.in

বন্যার জন্য পাল্টালো পরীক্ষাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারী বর্ষণ ও বন্যার কারণে উচ্চমাধ্যমিকের টেট পরীক্ষার কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রের বদল হয়েছে বলে 'কর্মক্ষেত্র'কে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। অ্যাডমিট কার্ডে পুরনো পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম দেওয়া থাকলেও সেই অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষার্থীরা নতুন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যেতে পারবেন বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড এখনও ডাউনলোড করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র বদলের কথা এসএমএস মারফত জানাচ্ছে পর্ষদ।

রিজিয়ন অনুসারে পুরনো পরীক্ষাকেন্দ্র (ব্র্যাকেটে কোড নম্বর) ও নতুন পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা

ইস্টার্ন রিজিয়ন : (১) আসানসোল গার্লস কলেজ (১০৪৫)–র বদলে নতুন কেন্দ্র : বার্নপুর বয়েজ হাইস্কুল, ভারতী ভবনের কাছে , বার্নপু র, বর্ধমান ৭১৩ ৩২৫। (২) হাটকালনা গজলক্ষ্মী হাই স্কু ল (১১০৯) –এর বদলে নতুন কেন্দ্র : পারুলডাঙা নসরতপুর হাইস্কুল, পারুলডাঙা, নসরতপুর, বর্ধমান–৭১৩ ৫১৯। (৩) কালনা মহিষমর্দিনী ইনস্টিটিউশন (১১১২)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : কালনা হিন্দু গার্লস হাইস্কুল, ডাঙাপাড়া, কালনা, বর্ধমান–৭১৩ ৪০৯। (৪) হুগলি গার্লস হাই স্কুল (১১৫৩)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : হুগলি ইনস্টিটিউশন অব টেকনোলজি, বিবেকানন্দ রোড, পিপুলপাতি, হুগলি – ৭১২ ১০৩।

সাউথ ইস্টার্ন রিজিয়ন : (১) নবদ্বীপ ধাম বিদ্যাপীঠ এইচ এস (৫০৫৩)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল, বুড়োশিবতলা, নবদ্বীপ, নদিয়া ৭৪১ ৩০২। (২) নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ (৫০১৪)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : বিপিসি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, হরিপদ চ্যাটার্জি রোড , কৃষ্ণনগর, নদিয়া ৭৪১ ১০১। (৩) নবদ্বীপ জাতী য় বিদ্যালয় (৫০৩০)– এর বদলে নতু ন কেন্দ্র : শিক্ষা মন্দির হাইস্কুল, ডেরাপাড়া রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া ৭৪১ ৩০২। (৪) নবদ্বীপ বকুলতলা বালিকা বিদ্যালয় (৫০৩৭) –এর বদলে নতুন কেন্দ্র : বঙ্গাবাণী ইনস্টিটিউটশন ফর গার্লস, পোড়া মাতলা রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া ৭৪১ ৩০২। (৫) নবদ্বীপ সারস্বত বালিকা বিদ্যাপীঠ (৫০৩৮) –এর বদলে নতুন কেন্দ্র : কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, অনন্তহরি মিত্র রোড , কোতওয়ালি, কৃষ্ণনগর, নদিয়া ৭৪১ ১০১। (৬) শান্তিপুর কলেজ (৫০৬ ২)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, ফুলিয়া কলোনি, শান্তিপুর, নদিয়া–৭৪১ ৪০২। (৭) শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল (এইচ এস) (৫০ ৬৩)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল , এনএস রোড , বাইগাছি মোড়, শান্তিপুর, নদিয়া ৭৪১ ৪০৪। (৮) রাধারানি নারী শিক্ষামন্দির (৫০৬৬)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়, ফুলিয়া বয়রা, নদিয়া–৭৪১ ৪০২। (৯) শান্তিপুর দুর্গামণি শ্রী পাঠাশালা গার্লস হাইস্কুল (৫০৬৭)–এর বদলে নতুন কেন্দ্র : গোবিন্দপুর দ্বারকানাথ ইনস্টিটিউটশন (এইচ এস), বাবলা, গোবিন্দপুর, নদিয়া ৭৪১ ৪০৪।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যাঁদের ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ডে ফটোগ্রাফ দেওয়া নেই, তাঁরা নতুন করে কমিশনের ওয়েবসাইট : www.westbengalssc.com থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। তবে, এক্ষেত্রে অ্যাডমিট কার্ডের কমিশনের অংশে একটি এবং ক্যান্ডিডেটের অংশে একটি স্ট্যাম্প সাইজ রঙিন ফটো সাঁটিয়ে দিতে হবে। উভয় অংশেই ছবির তলায় সই করবেন। এই অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা দিতে যাওয়া যাবে। সঙ্গে একই রকম আরও একটি ফটো গ্রাফ নিয়ে যাবেন, যেটি পরীক্ষাকেন্দ্রে অ্যাটেন্ড্যান্স শিটের ওপর লাগাতে হবে। অবশ্যই সঙ্গে নেবেন ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ডের মতো কোনও সচিত্র সরকারি পরিচয়পত্র।

পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

পিআইবি : দেশের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত পর্ষদ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) প্রযুক্তি ও পণ্য যাচাই বা প্রদর্শনের জন্য ৬৪২টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (কেভিকে) করেছে। এই কেন্দ্রগুলি কর্মসূচির আওতায় রয়েছে কৃষকদের কাজের জায়গায় কৃষিমূলক প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং পরীক্ষা করে দেখানো, যুবক এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এই সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচির আওতায় কেবল উপদেশমূলক পরিষেবা দান করা হয় না, এতে প্রদর্শনী, কৃষি ও বিজ্ঞান ক্লাব, কৃষকদের জন্য সেমিনার, গোষ্ঠী বৈঠক ইত্যাদিরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বাদশ যোজনায় আরও ১০৯টি এমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলাও রয়েছে।

জেলাগুলি হল পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদিয়া, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও মালদা। প্রসঙ্গত, একাদশ যোজনায় দ্বাদশ যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় কেভিকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই জেলাগুলি হল পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান। লোকসভায় এখবর জানান কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী ডঃ সঞ্জীব কুমার বালিয়ান।

পাচারকারী লরি আটক, আতঙ্ক সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশ নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে ভারত থেকে ছ'চাকার একটি লরি ভর্তি রসুন বাংলাদেশে পাচার হওয়ার সময় বমাল লরিটিকে আটক করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং মহকুমার ঝড়খালি রাজার মোড় এলাকায়

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বাজার মোড়ে একটি লরির চাকা পাংচার হওয়ার বিকট শব্দ শুনে জড়ো হওয়া স্থানীয় মানুষের মনে এক লরি রসুন দেখে সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়খালি কোস্টাল থানায় খবর দেয় তারা। পুলিশ এসে মালসহ লরিটি আটক করে। লরির চালক পলাতক।

চোরা কারবারীরা সুন্দরবনের জলপথ দিয়ে এই মাল পাচার করে থাকে। বিশেষ করে ঝড়খালি হেড়োভাঙা নদী হয়ে বিদ্যা গরাল, রায়মঙ্গল নদীর উপর দিয়ে চোরা কারবারীরা মাল নিয়ে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। গরাল নদীর কাটোয়া বিএসএফ ক্যাম্প আছে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ বিএসএফ এবং কোস্টাল পুলিশের গাফিলতিতে চোরাকারবারীরা সক্রিয়।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ প্রতিদিন এই রুটে চলছে অবাধ চোরাচালান। লরির টায়ার পাংচার না হলে এদিনের পাচারও ধরার কোনও প্রশ্নই ছিল না। এতে পুলিশের মোটেই কোনও কৃতিত্ব নেই। এই গাসওয়া চোরাচালানের থেকেও আরও বড় আশঙ্কা রয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে। মানুষের দাবি রোজ যদি চোরাচালান এত সহজ হয় তাহলে ওপার থেকে দুষ্কৃতীদের ঢুকে পড়া অতি সহজ ঘটনা।

বিএসএফ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ এ ব্যাপারে বড় কর্তাদের দেখিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

১৫ আগস্ট প্রতিটি ব্লকে স্বচ্ছ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভারী বর্ষণের পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ধারাবাহিক সামাজিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলির হালহকিকৎ জানতে গত ১২ আগস্ট আলিপুরে একটি জরুরি সভা ডেকেছিলেন জেলা শাসক পিবি সেলিম। জেলার বিভিন্ন ব্লক বিশেষ করে বারুইপুর, ক্যানিং, বিষ্ণুপুর, নামখানা, গোসাবা, সাগরে এখনও বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে। সেই সব এলাকায় যাতে দ্রুত জল নিস্কাষণের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য জনস্বাস্থ্য ও সেচ দফতরের আধিকারিদের ব্যবস্থা নিতে বলেন। অনেক এলাকায় দূষণ ছড়িয়েছে, সেখানে যাতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়, সে ব্যাপারেও বিডিও এবং সভাপতিদের তৎপর হতে বলেন জেলাশাসক। আগামী ১৫ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত প্রতিটি ব্লকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান করতে বলেন তিনি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জলের রিজার্ভারকে পরিষ্কার করা, শৌচাগার ও বিদ্যালয় চত্বরকে পরিষ্কার করতে হবে। নির্মল বাংলা মিশনকে সফল করার জন্য প্রশাসনের সব স্তরকে এগিয়ে আসতে বলেন। ১০০ দিনের কাজ ও ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিডিওদের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে মার্কিন কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতা লাভের সময় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ঘটনা ঘটে। ভারতের পশ্চিমাংশে জন্ম হয় পাকিস্তান ও পূর্বাংশে বাংলাকে ভেঙে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান। যা অধুনা বাংলাদেশ নামে পরিচিত। মুসলমান ধর্মাবলম্বী প্রধান এই বাংলাদেশে দেশভাগের সূচনালগ্ন থেকেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন দমন–পীড়ন শুরু হয়। যা স্বাধীনতার প্রায় ৬৮ বছরে এসেও অব্যাহত। বাংলাদেশে আজও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট, জ্বালাও পোড়াও, ধর্মীয় উপাসনালয় ভাঙচুর সহ যৌন হয়রানি ও নির্যাতন, বলপূর্বক ভূমি দখল ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের ভারতে পলায়ন ও আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু এখানেও স্বাভাবিক জীবনের নিরাপত্তা নেই, শুধু অত্যাচারের ভিন্নতা মাত্র। এরকম অভিজ্ঞতার কথাই জানালেন, ইন্টারফেইথ স্ট্রেন্থ–এর চেয়ারপার্সন শিপনকুমার বসু ও বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সভাপতি ডা. জগদীশ হালদার, সম্পাদক বিবেকানন্দ দেব। গত ৭ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে ইন্টারফেইথ স্ট্রেন্থ,

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ ও নমো গ্রুপ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শিপনকুমার বসু, ডা. জগদীশ হালদার, বিবেকানন্দ দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের কার্যকরী সভাপতি বিমল মজুমদার, নমো গ্রুপ ফাউন্ডেশনের রাজ্য সভাপতি অমৃত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সম্মেলনে তাঁরা জানান, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিশিষ্ট মার্কিন ব্যক্তিত্ব ড. রিচার্ড এল বেনকিন দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে চলেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০১১ সালে মার্কিন কংগ্রেস রিপাবলিকান সদস্য বব ডল্ড বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে সর্বপ্রথম আলোচনা তোলেন। তাঁরা আরও জানান, বেনকিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণ সহ বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের বিস্তারবোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়ে ডেমোক্রাট সদস্য তুলসী গাবর্ডে এক প্রস্তাব পাশ করান। এই প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অ্যারিয়ানার রিপাবলিকান প্রতিনিধি ম্যাট স্যামনও। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাদের বক্তব্যের পাশাপাশি ড. রিচার্ড এল বেনকিন, তুলসী একইসঙ্গে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের এটা একটা বড় প্রাপ্তি বলে তারা মনে করেন।

মানুষের পাশে কুলপি পঞ্চায়েত সমিতি

মেহেবুব গাজী : সম্প্রতি কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হল আবাস দিবস। ১৪টি পঞ্চায়েতের ৭০ জনকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় অনুমোদন দেওয়া হয়। উপভোক্তা পরিবারের মুখে হাসি ফোটে। উপকৃত উজলা বিবি, জাকির লস্কর বলেন, 'এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। মাথার ওপর ছাদ পেয়েছি বেঁচে থাকার জন্য''। অনেকে বলেন, আমাদের ঘর অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে পড়ত। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতিকে জানাই, আজ আমরা ঘর পেয়ে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আরও একটি প্রকল্প শুরু হয়, কুলপি ট্যাংরার চক, বেলপুকুর পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবীদের ২৩০০ করে ভেটকি ও ৩০০ পিস করে তেলাপিয়া পোনা ও পর্যাপ্ত খাবার, সার দেওয়া হয়। মশাহারী গ্রামের রণজিৎ হালদার বলেন যে নদীর জল খালের সাহায্যে ঢুকিয়ে ভেড়ি করে আমরা এই মাছ চাষ করব। এদিন উপস্থিত ছিলেন কুলপির বিডিও সেবানন্দ পন্ডা, স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নুর আকছান বিবি, সহ সভাপতি প্রদ্যুৎকুমার মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দফতরের আধিকারিকবৃন্দ। প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল বলেন, 'শুধু এই প্রকল্প কেন এইরকম একাধিক প্রকল্প আমরা শুরু করেছি। আমরা জেলায় একটি নজির সৃষ্টি করতে চলেছি। গরিব ও মেহনতি মানুষের জন্য আমরা সর্বদা কাজ করে চলেছি। আগামী দিনে আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার মানুষের পাশে সর্বদা থাকবে।

ভারী বর্ষণে আছিপুর থেকে নুরপুর পর্যন্ত নদীবাঁধের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির হুগলি নদীর তীরবর্তী আছিপুর থেকে নুরপুর পর্যন্ত নদী বাঁধ অতিবর্ষণে বেহাল হয়ে পড়েছে। আছিপুর, বিড়লাপুর, রায়পুর, গদাখালি, বুড়ুল, নুরপুর এলাকায় নদী বাঁধ অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও বা অকেজো স্লুইস কাজ না করায় জোয়ারের জল যে ভাবে ভেতরে ঢুকছে, সেভাবে ভাঁটার সময় বের হচ্ছে না। এর ফলে অনেক বসতি জমি ও চাষের জমি প্লাবিত হচ্ছে। ভারী বর্ষণে রায়পুর ফেরিঘাটের কাছে নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়লে হাটপাড়া প্লাবিত হয়ে যায়। রায়পুর স্কুলে ত্রাণ শিবির করে গৃহহীনদের রাখতে হয়। বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, বিধায়ক অশোক দেব এলাকায় গেলে স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। পরে বাঁধ মেরামত করে উদ্ধারকার্যের ব্যবস্থা করলে জনগণ শান্ত হয়। গত সোমবার আলিপুর থেকে ছুটে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক শান্তনু মুখোপাধ্যায় সহ মহকুমা শাসক কৃত্তিবাস নায়েক ও সেচ দফতরের আধিকারিক আশিস দত্ত। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় ও সভাপতি স্বপন রায় তাঁদের নিয়ে বিড়লাপুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বুচান

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নদী বাঁধের ওপর যত্রতত্র ইঁট বালি, রাখা হচ্ছে ভারী গাড়ি চলাচল করছে। এগুলো বন্ধ করা উচিত। তাছাড়া নদী বাঁধের দীর্ঘদিনের স্লুইস গেটগুলো সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে গিয়েছে। সেগুলোর মেরামতের দরকার। অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সেচ দফতরের আধিকারিকরা জানান, শীঘ্রই নদী বাঁধ স্থায়ীভাবে সংস্কারের ব্যবস্থা হবে।

সেচ দফতরের আধিকারিক আশিস দত্ত বলেন, আপাতত নদী বাঁধ মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। বর্ষা কমলে স্থায়ী ভাবে নদী বাঁধ সংস্কার করা হবে।

বেহালায় জল, কেইআইপি'র ইঞ্জিনিয়ারদের শাস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত চার বছরে কলকাতার মধ্যে একমাত্র দুই বেহালায় নিকাশিতে সবচেয়ে বেশি পুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বেহালায় বর্ষার জল জমার সমস্যা মিটছে না। অসন্তুষ্ট মহানাগরিক বেহালার এতকালের বাসিন্দা শোভন চট্টোপাধ্যায়। গত ৬ আগস্ট পর্ণশ্রীস্থিত 'বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে'র দক্ষিণ প্রান্তে ক্লাবের আওতাভুক্ত এলাকায় কলকাতা পুরসভার নির্মীয়মাণ পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখতে গিয়ে পুর 'সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ' দফতরের স্পেশাল অফিসার ও কেইআইপি–র ডিরেক্টর জেনারেল (প্রজেক্ট) প্রমুখ অফিসারদের সামনেই রাগ উগরে দেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। জোরালো ধমক খেতে হয় কেইআইপি–র ইঞ্জিনিয়ারকে। মহানাগরিক এদিন উপস্থিত পুর মহাধ্যক্ষ, পুর পদস্থ আধিকারিক ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, বেহালায় নয়া নিকাশি প্রণালী নির্মাণের নকশায় ব্যাপক ত্রুটি থাকায় বেহালার জল সমস্যা মিটছে না। ডিডব্লুএফ (ড্রাই ওয়াটার ফ্লো) ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে ছ'টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প আর এসডব্লুএফ (স্টর্ম ওয়াটার ফ্লো) ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে দু'টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প বসলেও নিকাশি পাইপ ততটা বড়ো মাপের না হওয়ায় ভারি মাত্রায় বৃষ্টি হলে জলের গতি নিকাশি পাইপের ত্রুটির জন্য রুদ্ধ হচ্ছে। এই ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে বাড়ির জল ও বৃষ্টির জল বের করার জন্য আলাদা আলাদা নিকাশি নালা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেই ত্রুটিটা ঘটে গিয়েছে। ওই দু'টি পাইপকে এক জায়গায় মিলন ঘটানো হয়েছে। পরে একটি 'স্মল ডায়ারে'র অভিন্ন পাইপ দিয়ে দু'টি আলাদা আলাদা পাইপের জল নিকাশি পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে পড়ে। মহানাগরিক জানান, এসডব্লুএফ দু'টি পাম্পের যা ক্ষমতা তার তুলনায় পাইপের জল বহন ক্ষমতা অনেক কম। ফলে পাম্প দীর্ঘক্ষণ চললেও জলের চাপে নিকাশি পাইপ ফেটে যাচ্ছে। মহানাগরিক রেগে গিয়ে জানান এজন্য যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা দায়ী তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে শাস্তি পেতে হবে।

কংগ্রেসের ডেপুটেশনে অনুপস্থিত জেলাশাসক

সামিম হোসেন : গতকাল বিভিন্ন দাবির সুষ্ঠ সমাধানের লক্ষ্যে আলিপুরে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনের দিন ধার্য্য ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের দাবিগুলি হল ১০০ দিনের কাজের সঠিক রূপায়ন খাদ্য সুরক্ষা বিলের সঠিক প্রণয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা নিয়ে পক্ষপাতিত্ব, ত্রাণ বন্টন

নিয়ে দলবাজি, নিকাশি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, ভুয়ো বিপিএল তালিকায় স্বচ্ছতা পদ্ধতিগত ভাবে ১১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ডেপুটেশনের দিন ধার্য হয়। সেই মতো জেলার সমস্ত প্রান্ত থেকে কংগ্রেস কর্মীরা শয়ে শয়ে জেলাশাসকের অফিসের সামনে উপস্থিত হন। বক্তারা ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি, অধ্যাপক মনোরঞ্জন হালদার, অর্ণব রায়, দুলাল ভট্টাচার্য, সুজিত পাটোয়ারী প্রমুখ। এরপর জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত হলে জেলাশাসক অনুপস্থিত। ডেপুটেশন নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)কে। সেখানে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানতে পারেন যিনি ডেপুটেশন নেবেন সেই অতিরিক্ত জেলাশাসক বিষয়টি জানেন না বা দাবি দাওয়া বিষয়ে সার্বিক পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি নন। অতঃপর দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব বিফল হয়ে ফিরে আসেন। পরমুহূর্তে পুলিশ প্রশাসন ডেপুটেশনকে বন্ধ করে দিয়ে ওই জায়গায় গাড়ি চলাচল করানোর চেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়। এরপর শুরু হয় বচসা ধস্তাধস্তি উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে ব্যর্থ হয় পুলিশ প্রশাসনের প্রচেষ্টায়। জেলা কংগ্রেসের ডেপুটেশনের মঞ্চ থেকে এর তীব্র ধিক্কার জানান মনোরঞ্জনবাবু সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারা বলেন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার আচরণ করলো আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাচ্ছি।

মহানগরে

শহরের পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণের দায়ভার কেন্দ্র নিক : মহানাগরিক

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা একটি প্রাচীন প্রায় ৩২৫ বছরের অপরিকল্পিত শহর। এই শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপটি ধরে রাখতে শহরের বিবিধ প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা 'ব্রিটিশ আমলে'র অবশিষ্ট অসংখ্য স্মৃতি চিহ্নগুলির সংরক্ষণ অতি প্রয়োজন। কিন্তু শহরের হেরিটেজগুলির সংরক্ষণ ব্যয় এতো বেশি যে, কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক সেগুলির সংরক্ষণের দায়ভার সম্পূর্ণটা নিজের কাঁধে নিতে নারাজ। মহানাগরিক সে দায়দায়িত্ব কেন্দ্রের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে বলেন, 'পুরসভার একার পক্ষে এ শহরের এতো হেরিটেজ ভবন সংরক্ষণ করা কার্যত অসম্ভব। চলতি বর্ষায় এ শহরের একের পর এক পুরোনো 'বিপজ্জনক বাড়িগুলি ভেঙে পড়ছে। শহরের প্রায় সওয়া ন'শ যে হেরিটেজ ভবন রয়েছে, সেগুলির অবস্থা অতি সঙ্গীন। এই অবস্থায় হেরিটেজ ভবন বাঁচাতে পুরসভা কী পরিকল্পনা নিয়েছে সেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে মহানাগরিক বলেন, যেভাবে কোনও বাছবিচার না–করে শহরের হেরিটেজ ভবনের বিশাল তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তার ফলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পুরসভার একার পক্ষে বিশাল তালিকার সেসব বাড়ির সংস্কার ব্যয় যোগানো অসম্ভব। মহানাগরিকের বক্তব্য, সেটা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই করতে পারে। কলকাতাস্থিত 'হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি'র হিসাবানুযায়ী শহরে হেরিটেজ ভবনের সংখ্যা সর্বমোট ৯১৭টি। প্রসঙ্গত, এ শহরে হেরিটেজ ভবনগুলিকে তিনটি শ্রেণিভুক্ত করা যায় । গ্রেড–১ : তাতে বাড়ির সংখ্যা – ৬১১টি, গ্রেড–২এ : তাতে বাড়ির সংখ্যা – ১৯৭টি, গ্রেড–২বি : তাতে বাড়ির সংখ্যা– ১০৯টি । মোট ৯১৭টি আর আছে বিশেষ বাড়ি। সংখ্যা তাও ৯১৭টি। প্রসঙ্গত, হেরিটেজ বাড়ি ব্যবহারের নিয়মানুযায়ী এই চারটি ভাগ হয়েছে।

যেমন : গ্রেড –১ : বাড়ির বাইরের দেওয়ালের কোনও পরিবর্তন রঙ সহ করা যায় না। যেমন : টাউনহল, রাইটার্স বিল্ডিং (মহাকরণ), কলকাতা পুলিশের হেড অফিস (লালবাজার), ত্রিপুরা হাউস ইত্যাদি।

গ্রেড–২এ : বাড়ির বাইরের দেওয়ালের কোনও পরির্তন রঙ সহ করা যায় না। পাশে ফাঁকা জায়গা থাকলে সেখানে নয়া বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পুরসভা দিতে পারে। তবে ওই হেরিটেজ ভবনটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নয়া ভবনটি নির্মিত হবে। তবে এই নয়া নির্মাণ যেন হেরিটেজ ভবনটিকে লোকচক্ষুর আড়াল না করে। তাও সবার আগে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদিও হেরিটেজ বিল্ডিং (সংরক্ষিত সৌধ) স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নিয়ম বলছে, ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও প্রকার নির্মাণ অবৈধ।

গ্রেড–২বি : হেরিটেজ ভবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আড়াআড়ি অথবা লম্বালম্বি ভাবে নয়া নির্মাণ করা যেতে পারে। পুরসভার অনুমতি সাপেক্ষে।

আর গ্রেড নির্ধারণ না হওয়া বাড়ির ইতিহাস সাইনবোর্ডে লিখে দিতে হয়। বাড়ির যে অংশের কোনও স্থাপত্যগত গুরুত্ব নেই, সেটিকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, পুরসভার 'ইন্টারনাল অডিট রিপোর্ট' অনুযায়ী, ২০০৭–এ কলকাতা পুর এলাকায় তৎকালীন ১৪১টি ওয়ার্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোট ১৩৬৩টি বাড়িতে হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল রাজ্য সরকার নিযুক্ত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'। পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভা নিযুক্ত 'হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি'র সুপারিশকে হাতিয়ার করে সেই ১৩৬৩টি হেরিটেজ তালিকা থেকে ৪৪৬টি ঐতিহ্যবাহী ভবন বাদ দিয়ে সংখ্যাটা কমানো হয় ৯১৭–এ।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া পুরসভা নিজে থেকে কোনও বাড়িকে হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে না। কিন্তু ৪৪৬টি বাড়ির ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ধার ধারেননি পুর কর্তৃপক্ষ। মহানাগরিক এখন আবার যুক্তি তুলেছেন, যেভাবে কোনও বাছবিচার না করে শহরের ৯১৭টি বাড়িকে হেরিটেজ ভবনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে এই বাড়ি গুলি সংরক্ষণের দায়ভার নিজের কাঁধে নিতে নারাজ। কেন্দ্রীয় সরকারই এগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব নিক। প্রসঙ্গত, আইন ভেঙে কেউ হেরিটেজ বাড়ি অথবা তার কোনও অংশ ভেঙে ফেললে, পরিবর্তন করলে কিংবা বাজে কাজে ব্যবহার করলে দোষী ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং ৫০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা হতে পারে । অনাদায়ে আরও অতিরিক্ত ছ'মাস জেল খাটতে হতে পারে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৫ আগস্ট – ২১ আগস্ট, ২০১৫

স্বাধীনতা কাদের জন্য

স্বাধীনতার সুমিষ্ট স্বাদ সকল দেশবাসীর উপলব্ধি হয়নি এতোদিন পরেও। শাসক ও বিরোধী রাজনীতিককূল বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণের সুবাদে 'গণতান্ত্রিক ভারতর্ষের' সাধ ও বৈভব দুটোই উপলব্ধি করেছেন। দেশে বিদেশে নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আজকের ভারত এলিট দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবার মানসিকতা অর্জন করেছে। কিন্তু প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতোই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ভারত ভাবনার ঢক্কানিনাদের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে গণতন্ত্রের ক্ষতবিক্ষত চেহারা। রাজনীতিকদের কল্যাণে আর আইনী জটিলতার সুবাদে নানা কুৎসা কলঙ্ক ভারতের যন্ত্রণাদায়ক চেহারাকে আড়াল করেছে। প্রকৃত ভারতবর্ষের সেই অভাব অনটনের চিত্র পণ্য সংস্কৃতির জোয়ারে সাময়িক ঢাকা পড়লেও ভারতের উত্তর–দক্ষিণ–পূর্ব–পশ্চিম আজও প্রকৃত ভারতীয় হয়ে উঠতে পারল না। কাশ্মীরের রক্তপাত কিংবা নাগাল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আধা গোপন চুক্তি জানান দিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র বড় অসহায়। ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতই দান খয়রাতির প্রচার করুক আদতে গ্রাম বাংলার মানুষজন ভালো নেই। ভোটের আগে দুটাকায় চাল দেওয়া কিংবা সাময়িক কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে গ্রামীণ ভারতবর্ষ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কথাশিল্পীর মহেশ গল্পের সেই রামা কৈবর্তরা আজও আকাশের দিকে তাকিয়ে যেমন বৃষ্টির প্রার্থনা জানায় তেমনই ভেসে যাওয়া চাষের জমির দুঃখে দাদন নেওয়া কৃষকেরা নিশ্চিন্ত মনে দেশের মাটিকে সেলাম জানায় শেষ বিদায়ের আগে। এই দিনের পর দিন কৃষকদের আত্মহত্যা শুধুমাত্র পরিসংখ্যান হয়ে থাকে রাজনীতিকদের ভোট কৌশলের অঙ্গ হিসাবে।

ঊনসত্তর বছরের প্রাচীন স্বাধীনতার অন্যতম 'প্রাপ্তি' জাতপাতের রাজনীতি। একদিকে সংবিধানে দেশবাসীকে সমান চোখে দেখার ঋষিসুলভ দার্শনিকতা অন্যদিকে বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে সরকারি নিয়োগের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি। স্রেফ জাতপাত যেখানে, মেধার কোনও স্থান নেই এমনই এক ভাঙাচোরা গণতন্ত্র নিয়ে এদেশের গতিময় কর্মজীবন! সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও কত বছর জাতপাদের সংরক্ষণ অভিশাপ বয়ে নিয়ে চলতে হবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। কিন্তু ভারতের গড়ে ওঠার ভিত মেধাহীন সংস্কৃতির বলি হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে একেবারে গ্রামণ ক্ষেত্র পর্যন্ত । তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ এবং মহিলা সংরক্ষণের ভাবনা সংসদে বারংবার উঠে এসেছে, দেশবাসীর কাছে স্রেফ এক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং ভাঙার ধারাবাহিক অনুবর্তন চলছে আজও। বিশাল সংখ্যক দরিদ্র ভারতবাসীর মধ্যে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণি কার্যত দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সহজ সত্যটি সম্পর্কে বাম–ডান সকল রাজনীতিকরাই অবহিত। তবু ভারতের মতো বিশাল মার্কেট ধরতে পুঁজিপতি গোষ্ঠী প্রতিটা ভারতবাসীকেই তাদের মূল্যবান কাস্টমার মনে করেন। শপিং মল, বিগবাজার আর উজ্জ্বল ঝলমলে কেনাবেচার হাটে হারিয়ে যাচ্ছে দেশের খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী জীবন। ভ্যালেনটাইনস ডে, ফাদারর্স ডে, মাদার্স ডের মতোই এখন ইন্ডিপেনডেন্স ডের নানা পণ্য সামগ্রী নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি সারা ভারত জুড়েই ১৫ আগস্ট এক 'ফিলগুড' পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। নির্বাচনের আগে কোটি কোটি টাকা হাজারো প্রতিশ্রুতির মতোই দেশ জুড়ে ভেসে বেড়ায়। দেশের টাকা, দেশের মেধা, দেশের শ্রম সহজেই বিকিয়ে যায় বিদেশের হাতে। দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ হয় খেলার মাঠে, আর রাজনীতিকদের নির্বাচনী ভাষণে। স্বাধীনতার মানে কখনোই স্বেচ্ছাচার হতে পারে না। যেখানে শাসক দলের নেতারা–নেত্রীরা তাদের পছন্দ অপছন্দ দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেবে কিংবা দেশবাসীর কষ্টার্জিত করের টাকায় দান খয়রাতি আর ফূর্তির জোয়ার ডেকে আনবে। ঊনসত্তর বছরের স্বাধীনতা দাবি করে অনেক কিছু অন্তত সংবিধান মনোনীত আর রাজনীতিকদের বহুচর্চিত রুটি–কাপড়–মকানের স্বপ্নকে বাস্তব করবে। স্বাধীনতা সেদিন সত্যিই স্বাধীন হবে এবং তা সবার জন্য।

অমৃত কথা

শিষ্য 'গুরু গুরু' বলে নদী পার হয়ে গেল। গুরু দেখলেন 'তাই তো বটে, আমার নামের এতো জোর, তাতো আমি আগে জানিনি।' পরদিন গুরু 'আমি আমি' বলতে বলতে নদী পার হতেগেলেন, কিন্তু দুচার বার বলতে না বলতে অগাধ জলে গিয়ে পড়লেন এবং তখন নিজেকে সামলাতে না পেরে একেবারে প্রাণে মারা গেলেন।

শঙ্করাচার্য্যের এক ষণ্ডামার্কা শিষ্য ছিল, শঙ্কর বললেন, 'শিবোহম' সেও বলে 'শিবোহম'। শঙ্কর যা করতে যান, সেও তাই করতে যায়।

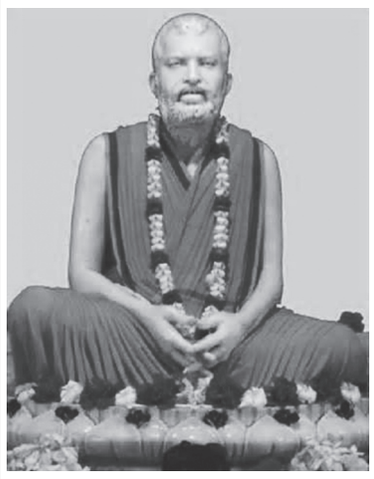

গুণের মধ্যে প্রভুভক্তি তার খুব ছিল এবং খুব যত্ন করে গুরুর সেবা করতো ও গুরুর আহারান্তে তাঁর পাতে প্রসাদ পেত। দোষের মধ্যে সে নিজেকে শঙ্করের মতো মুক্ত পুরুষ মনে করতো। শঙ্কর তাকে জ্ঞান দেবার জন্য একদিন তাকে সঙ্গে করে একটা কামারশালায় গেলেন এবং নিজে একটা গরম লোহার সিক খেয়ে শিষ্যকে প্রসাদ নিতে বললেন। শিষ্য তখন অবাক, গরম লোহার সিক সে কেমন করে খাবে? সে তা পারলো না এবং সেদিন হতে তার আক্কেল হল যে শিবোহম বলা মুখের কথা নয়।

সমুদ্রের জল খেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার মধ্যে যেমন নুনের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখে ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্ব সেইরকম নিশ্চিত ভাবে বোঝা যেতে পারে।

বেদান্তমতে নিদ্রিত অবস্থাও যা, জাগ্রত অবস্থাও তা। এক কাঠুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে সে রাজা হয়েছে, সাত ছেলের বাপ হয়েছে। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা শিখছে, আর সে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছে। এমন সময় একজন লোক তার ঘুম ভাঙাতে সে বিরক্ত হয়েবলে উঠলো, তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম, তুই কেমন আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি? সেই লোকটি বললে ও তো স্বপ্ন, ওতে আর কি হয়েছে? কাঠুরে বললে, 'দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়,তা হলে স্বপ্নে রাজা হওয়াও সত্য।'

পরমহংসদেবের অসুস্থের সময় কোনো লোক তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি যখন সমাধিস্থ হন তখন কেন মাকে বলে রোগটা আরোগ্য করে নেন না?' তিনি সেই কথা শুনে বলেছিলেন, ছি! ছি! এই পুঁজ রক্তের শরীরের জন্য মার কাছে বলতে হবে? ছি! ছি!

রোগ শোক সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'যেমন কোনও বাড়িতে বাস করলে তার টেক্স দিতে হয়, সেই রকম এটার (দেহটার) ভেতর বাস করতে হলে এরও টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স আদায় করা জানবে।'

কোনও ব্যক্তিকে তিনিবলেছিলেন 'আগে সংসার করে তারপর ভগবানকে নিতে এসেছো, তা না করে আগে ঈশ্বরকে লাভ করে তারপর যদি সংসার করতে পারতে, তবে খুব সুখ পেতে।'

সিপিএম দালাল প্রমোটারের আঁতাতে রাজারহাটে কৃষক উচ্ছেদ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ২

রাজারহাট–নিউটাউন উপনগরী গড়ে ওঠার আগে এই অঞ্চলটির আর্থ–সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২০১০ সালের উত্তর ২৪ পরগনার মানবিক উন্নয়ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় ২০০১ সালের আদামসুমারী অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ৭৪.৮৩% জেলার পঞ্চম স্থানে ছিল রাজারহাট। জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষকের সংখ্যা ছিল ৪,২৬১ এবং ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ছিল ৭,৮২১৭। ১৯৯৬ সালের আগে ২৪.১৩% অধিবাসীরা কর্মরত ছিল। সংখ্যার হিসাবে ৪৩,৯১৮ জন। ভেরি পশুপালন সহ কৃষি অনুসারী শিল্পে ব্যবসা–বাণিজ্য ও সরকারি বেসরকারি সংস্থায় যুক্ত ছিল ৪৩,৯১ ৮ জন। কুটির শিল্পে ২,৫১৯ জন কাজ করত।

জলা জমিভুক্ত এই অঞ্চলে দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা জাতীয় পরিসংখ্যা আনুপাতিক হারের কম ছিল। ৭০% আদিবাসীর খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা ছিল। রাজারহাট অঞ্চলে ২০০০ সালের রিপোর্টে ০.৪৮ হেক্টর জলা জমি ছিল। প্রতি হেক্টর জমিতে ৬৬ কুইন্টাল ধান, ০.৯ হেক্টর জমিতে ১৯.৮২ কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে মাছ উৎপাদন হতো। ৬০টি ভেরিতে ৩৫৩ রকমের মাছের প্রজননের মধ্যে সাধারণ বিরল প্রজাতি এমনকি বিপদজনক মাছও ছিল। তিন ফসলী জমিতে বিভিন্ন সবজির মরশুমে পটল কুমড়ো–ঢ্যাঁরশ–ফুলকপি–বাঁধাকপির ফলন চাষিরা ফলাত। ১৯৬৩ সালে প্রথম জলা জমি বুজিয়ে মেট্রোপলিটন শহর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ভূবিজ্ঞানীরা সরকারকে সচেতন করে দিয়েছিল পূর্ব কলকাতার জলাজমি ভরাট করে শহর নির্মাণ করা হলে তার পরিণাম ভয়ানক হবে। স্থানীয় কৃষকেরা তৎকালীন কমিউনিস্ট গ্রাম প্রধান এবং ২০১১ সাল পর্যন্ত বিধানসভার সদস্য রবীন মণ্ডলের নেতৃত্বে রাজারহাট বাঁচাও কমিটি গড়ে আন্দোলন শুরু করলে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প বাতিল করে দেয়। এই কমিউনিস্ট নেতাই পরবর্তীকালে রাজারহাট–নিউটাউনশিপ গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর। কি বিচিত্র সিপিএম নেতাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা।

১৯৯৪ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের জমির অধিকারের স্বার্থে পাট্টা দেবার গল্প বেমালুম ভুলে যায়। ২১টি মৌজা নিয়ে স্যাটেলাইট টাউনশিপের বিজ্ঞপ্তি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করে। ১৯৯ ৫ এর ১ জুন সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল রাজারহাট নিউটাউনের জন্য ২৭৫০ হেক্টর জমি প্রথম ধাপে নেওয়া হবে। এই প্র কল্প নির্মাণের পেছনে মার্কিন প্রযুক্তির কৌশলগত প্রয়োগে zero–energy town বা শূন্য–শক্তি শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি এবং ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি যৌথভাবে ভারত এবং চিনের নগরগুলির ওপর গবেষণা করে। রাজারহাট হল ভারতের প্র থম জিরো–এনার্জি স্যাটেলাইটাউন। ভবিষ্যতে ১ মিলিয়ন জনবসতি পূর্ণ এলাকা হলে সারা বিশ্বের ৭৫% মতন গ্রিন হাউস গ্যাস এই শহর থেকে নির্গত হবে। ভেবে দেখুন আগামী প্রজন্ম কি ভয়ংকর পরিবেশ দূষণের মধ্যে বাস করবে।

১৯৯৬ সালে নিউ টাউন প্রকল্পের জন্য কোনরূপ জমি কেনা–বেচা নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু সিপিএমের রাজ্য সভার সদস্য সরলা মাহেশ্বরীর আত্মীয় অনিল মাহেশ্বরীর হাতে সরকার নোটিশ জারি করে জমি কেনাবেচার একচেটিয়া ক্ষমতা দেয়। সরকারের মদতে জমি মাফিয়ারাজ সিপিএম কিভাবে তৈরি করেছিল তার প্রমাণ, ১৯৯৭ সালের ১৯ জুন উত্তর ২৪ পর গনার অতিরিক্ত জেলা শাসকের চিঠি রাজ্য সরকারের আবাসন দপ্তরের যুগ্ম–সচিবকে। এই চিঠিতে লেখা হয়, 'West Bengal Housing Board has sponsored the name of eleven company for mutation of the ROR in their favour by the B LRO, Rajarhat. The total quanturn of Land is about 94.0 acres in the mouzas of Thakurdari, Mahisgot, Mahisbathn. Initially the companies could not be served notice at their recorded address, as such offices do not exist. Thereafter, it was seen that all the companies have appointed one Sri Anil Mahaswari to deal with all the matters relating to mutation/connersion." সরকারি নির্দেশের কেমন ধূর্ততা। সাধারণ জমি বাড়ি কিনতে গেলে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে নির্দিষ্ট নথিভুক্ত ঠিকানার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরকার নাম–ধামহীন ১১টি কোম্পানির দায়িত্ব আনল মাহেশ্বরীর এক নির্দেশ দিয়ে স্বীকার করে নিলেন! এইভাবেই বামফ্রন্ট সরকার জমি জালিয়াতির ওপর বৈধতার শিলমোহর দিয়েছিল। তদানীন্তন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ দালাল কমরেডরা মার্কসের ভাষায় লুম্পেন প্রলেতারিয়েত) ছিল রাজাহাট জমি র্দনীতি চক্রের নায়ক। কোথায় আবার জাল দলিলের মাধ্যমে প্রোমোটারদের চাষের জমি বাসে জমিতে সরকারি নথিভুক্ত করে এমন অভিযোগ পাট্টাদের পক্ষ থেকে করা হ য়।

২০০৭ সালে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে কৃষকের জমির অধিকার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস নকশালদের সক্রিয়তায় স্থানীয় কৃষি জমি অধিকার রক্ষা কমিটির আন্দোলন শক্তিশালী হয়। ২০০৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে বামফ্রন্টের যে ধস শুরু হয় তার মেরামত আর সম্ভব নয়। সিপিএম নামটা গ্রামের মানুষের কাছে যমরাজের আতঙ্ক। পঞ্চায়েত পার্টি অফিস আর বামপন্থী মন্ত্রী হ ার্মাদের ভয়ে জমিচ্যুত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আইনশৃংখলার যে বিপর্যয় তাতো বামফ্রন্টের গর্ভজাত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মার খেয়ে এসেছিলেন। যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের জবাব দেবেই। রাজারহাটের বাস্তুচ্যুত কৃষকরা কিন্তু ফড়ে কমরেড দের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে পারেনি। দিল্লির হাইকমান্ডের মুখাপেক্ষী দল রাজ্য কংগ্রেসের মেরুদন্ড সোজা ছিল না যে জমিহারাদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার। ফলত ভূমিহীন কৃষক মৎস্যজীবীদের পেটে লাথি মেরে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয় । তাদের কান্না কোনও রাজনৈতিক দলের কানে পৌঁছয় নি।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব ছিলেন কৃষি জমি ধ্বংসের প্রধান চক্রী। তারই তত্ত্বাবধানে নিউ টাউন প্রকল্পের সূচনা হয়। ১৯৯৯ সালে ২৮ এপ্রিল ওয়েস্টবেঙ্গল হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে নাম হয় হিডকো। রাজ্য সরকার ১৪.৭৫ কোটি টাকা আবাসন পরিকাঠামোর জন্য বিনিয়োগ করে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় , ২০৯৫ হেক্টর কৃষি জমি, ৯৫ হেক্টর পুকুর ভেড়ি থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার স্থানীয় মানুষ উচ্ছেদ হয়। এই উচ্ছেদ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষক জমির মালিকরা তাদের আপত্তি জানাবার কোনও সুযোগ পায় নি। জমির বাজারি দর থেকে কম ক্ষতিপূরণে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ৪ নং ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারির দিন জমির যে মূল্য ছিল তার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ৩০% প্রদানের কথা বলা হয়েছিল।

বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল জমির কাঠা প্রতি যে মূল্য ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা কম। আবাসন মন্ত্রী ২০১০ সালে রাজারহাট টাউনশিপ নিয়ে বই লেখেন। এই বইতে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন হাউসিং বোর্ড ১৯৯৭ সালে শালি বা কৃষি জমি কাটাপ্রতি ৬০৫০ টাকায় কিনেছিল। সেই জমি যখন সরকার বিক্রি করছে ১৯৯৮ –৯৯ ৬০৭২৮ টাকা কাঠায় । ২০০৪ সালে জমির দালালরা জমি বিক্রি করেছে ২ লক্ষ টাকায়। কি বিপুল পরিমাণ অর্থের জালিয়াতি হয়েছিল। কৃষক ঠকানোর এই বিষয়টি নিয়ে মহাগণনা পরীক্ষক (ক্যাগ) ২০০৭ সালে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল "While determining the market price of 635.13 ha of land in four mou zas (Ghuni, Tak dari Rai gachi and Recjoani) the LAC (Land Acquisition Collector) at the instance of the com pany and the Dapartment, fixed at the rate at two percent below the prevailing market rates worked out on t he prevailing rates of 1995. Consequenlly, 26,565 land owners were deprined of Rs. 33.45 crore from 19 98–2002 calculated at 1995 price loded with five percent premium per annum." ১৯৯৮–২০০২ সাল পর্যন্ত ২৬,৫৬৫ জমির মালিক ৩৩.৪৫ কোটি টাকা বঞ্চিত হয়েছে। ৭০৮ .৬৫ হেক্টর জমির ২৯৫৭৭ জন মালিককে প্রাপ্য ৫০.৩৪ কোটি টাকা থেকে হিডকো বঞ্চিত করেছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত নিউ ট াউ ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগৃহিত হয়েছে ২৪১৭.৫৯ হেক্টর। প্রকৃত জমির মালিকদের বঞ্চিত অর্থের পরি মান ১০০ কোটি হলে অবিশ্বাস্য হবার কারণ নেই। এই বিপুল অর্থ লুঠ করেছে তদানীন্তন বামফ্রন্টের বড় দল সিপিএমের পৃষ্ঠপোষক প্রমোটার দালালচক্র।

একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই সংখ্যায় লেখা শেষ করব। ১৯৯৩–র পঞ্চায়েত নির্বাচন কংগ্রেস ছেড়ে সিপিএম–এ যুক্ত হয় কুখ্যাত অপরাধী রুইদাস মন্ডল ওরফে রুইস। আবার লুইস নাম শুনে সদ্যজাত শিশুও ভয়ে আঁতকে ওঠে। মহিষবাথানে ২ নং পঞ্চায়েত থাকদাড়িতে ২ ভোটে জয়ী হয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় রেখে গরিব মানুষের জমি দখলের জন্য তাদের ভয় দেখিয়ে দখল করে নিল। কৃষক সভার সদস্য পাট্টাদার গরিব কৃষক ভূমি সংস্কার দফতরে অভিযোগ করা হল। কোনও প্রতিকার পেল না। উল্টে ৫০ জন পাট্টাদার কৃষকের রক্তে ভাসল। এদের অধিকাংশ ছিল সিপিএমের কৃষক সভার সদস্য। এই সদস্যদের রক্তাক্ত দেহগুলোর কথা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন প্রাক্তন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, বর্তমান বিধান সভার বিরোধীদল নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র মহাশয়। কারণ ওরা ভুল করে আর ক্ষমা চায়। এটাই সওদাগরী মার্কসবাদীদের সংস্কৃতি।

যারা স্বাধীনতার লোভ দেখায় তারাই স্বাধীনতা হরণ করে

নির্মল গোস্বামী

বিপদভঞ্জন মন্ডল, প্রণব গুরালি, প্রলয় মণ্ডল, নূরহোসেন গাজি, তাপস মৃদা, তপন মণ্ডল, তপন রায় এবং চাঁদু মল্লিক এরা প্রত্যেকে হিজলগঞ্জ অঞ্চলের বাসিন্দা এবং প্রত্যেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এরা রবীন্দ্র ভারতী মুক্ত বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন। কলকাতায় সিট পড়ছে। তাই আটজনে মিলে আড়িয়াদহের একটা বাড়ি ভাড়া নেয়। গত ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টার সময় স্থানীয় থানার পুলিশ সকলকে ডাকাতির কেসে গ্রেফতার করে । এর মধ্যে বাবু সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনবারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। ৭২ ঘন্টা পরও তাদের জামিন হয়নি। সব মহল সমালোচনায় সরব।

দেশের স্বাধীনতার সাত দশক অতিক্রান্ত প্রায়। সেই দেশের আট শিক্ষকের এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের যেন দাঁত নখ বের করে তেড়ে আসছে স্বাধীনতা দিবস। আর আমরা যারা সচেতন মানুষ তাদের বুকে গুরু গুরু রব উঠছে আমার সঙ্গেও যদি ওই রকম ঘটনা ঘটে!

দিন যায় বছর আসে। আবার বছর বছর স্বাধীনতা দিবস ঘুরে ফিরে আসে। কত ভাষণ, উদযাপন, প্রতিশ্রুতি এবং খরচের বহর বেড়েই চলে। কিন্তু স্বাধীনতার মর্ম স্বাধীনতার উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য সব যেন ক্ষয় রোগাক্রান্ত। ক্রমেই যেন শ্বাসরোধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে দেশের মধ্যে।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে মুক্ত পরিবেশে গণতন্ত্র ডালপালা বিস্তার করে আরও পল্লবিত হওয়ার কথা ছিল তা যেন ক্রমশই পল্লবহীন শুষ্ক বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে কখন দমকা একটা হাওয়া আসবে। গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ হল রাজনৈতিক দলগুলি। যারা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় আবার তারাই সুযোগ পেলে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়। এটাই স্বাধীন ভারতবাসীর অদৃষ্টের পরিহাস।

উপরের যে সত্য ঘটনা দিয়ে এই নিবন্ধের সূচনা তা কিন্তু রাজনীতি মুক্ত ঘটনা। নিছকই প্রশাসনিক গাফিলতি। গাফিলতি বললে বোধহয় ভুল হবে। এটা প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচার। আমরা বিশেষ করে এই বাংলার মানুষরা প্রায় ৪৩ বছর ধরে একাধিপত্য রাজনীতির শিকার। রাজনীতি কেমন করে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসীদের স্বাধিকার হরণ করে তার সাক্ষী হতে হয়েছে। কোথাও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। কোথাও চাকরি পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। কোথাও মত প্রকাশের অধিকার রুদ্ধ হয়েছে। কোথাও আবার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, সর্বোপরি বাঁচার অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছে দলীয় রাজনীতি। অথচ স্বাধীনতার সার্বভৌম পরিধির মধ্যে দেশের সকল নাগরিকদের অবস্থান। স্বাধীনতা প্রাপ্ত কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সীমা ক্রমশ দলীয় সীমার সংকীর্ণতায় সংকোচিত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক দ্বারা গঠিত স্বাধীন রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত সরকার কেন দেশের নাগরিকদের নাগরিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে? আবার একথাও সত্য যে সর্বকালে সর্বদেশের সব শাসকরাই চায় নাগরিকদের স্বাধীনতা খর্ব করতে। কারণ নাগরিক স্বাধীনতা যত খর্ব হবে ততই শাসকের শাসনের স্বাধীনতার পরিমাণ বৃদ্ধি হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে

বলা হয় যে শাসক যত স্বেচ্ছাচারী হয় ততই নাগরিকদের স্বাধীনতা কমতে থাকে।

স্বাধীন দেশের একজন নাগরিককে আদালত গ্রাহ্য প্রমাণ ছাড়া পুলিশ কিভাবে গ্রেফতার করে? কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব। কারণ আমাদের পুলিশ আইন সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তৈরি ১৮৬০ সালের। এই আইনের বলে পুলিশ সন্দেহের বসে যাকে ইচ্ছা ধরে। যে কোনও কেস দিয়ে গারদে পুরে দিতে পারে। আর তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ। পুলিশের হাতে এই স্বেচ্ছাচারী আইন আছে বলেই তারা প্রয়োগ করে। আর শাসকরাও পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে এই আইনের সবটুকু নিংড়ে নিতে চায়। তাই এই আইন এখনও বর্তমান রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট শুধুমাত্র ব্রিটিশদের পরিবর্তে ভারতীয়রা শাসন করার অধিকার লাভ করে। শাসন যন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্র কাঠামো একই আছে। সেই পুলিশ আইন। সেই বিচার পদ্ধতি, সেই বিচারব্যবস্থা। সেই আমলাতান্ত্রিক দাম্ভিকতা। সব আছে। শুধু রাইসিনা হিলসে লর্ড মাউন্টব্যাটনের পরিবর্তে প্রণব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। মনমোহন আর মোদির সেই একই পাকা দাড়ি। পশ্চিমবঙ্গের সরকার প্রশাসনের কাছে সুবিচার না পেয়ে ''আমরা আক্রান্তরা'' এক বছর আগে রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ জানিয়ে এলেন। কিন্তু কোথায় বিচার। তারা তো সুবিচার পেল না। তাই স্বাধীনতা শব্দটা যেন ''সোনার পাথর বাটি''। বাস্তবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে? কোটি কোটি আমজনতা স্বাধীনতা নিয়ে তেমনভাবে মাথা ঘামায় না তাই রক্ষে। নইলে শাসকদের রাতের ঘুম উড়ে যেত। স্বাধীনতা আমার কতটা প্রয়োজন তা আগে থেকে অনুধাবন করা যায় না।

যখন থাকে তখন তার মর্যাদা আমরা বুঝতে পারিনা। কিন্তু না থাকলেই ছটফট করা অবস্থা হয়। যখন কারও স্বাধীনতা হরণ করা হয় তখনই সে বুঝতে পারে যে স্বাধীনতা কত জরুরি। অপরেরটা দেখে আমি বুঝতে পারি। আমারটা দেখে আর একজন বুঝতে পারে।

আর বেশির ভাগ মানুষ বোঝেই না। কার শাসনে তারা জন্মাচ্ছে মরছে তাঁর খোঁজ রাখবার ফুরসত তাদের নেই। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে কাদের কি কি সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল তাও তারা জানে না। চাল, ডাল, আলু পেঁয়াজ তেলের দাম কত হওয়া উচিত তাও হিসাব রাখে না। শুধু যা মজুরি পেল বা যা উপার্জন করল তাই দিয়ে কতটা চাল আটা হবে এই হিসাবটাই তারা জানে। ভোট বলে জানিয়ে দেবার অনেক নেতা জুটে যায়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্যান্ডেল বেঁধে নাগরিকদের বাসে করে বয়ে এনে বসিয়ে, কোথাও বা খাইয়ে শোনানো হয় তাদের অধিকারের কথা স্বপ্ন দেখানো হয় স্বাধীন মুক্ত সমাজের। যেখানে শিক্ষার, জীবিকার, বাঁচার, মানবাধিকার সব রকমের স্বাধীন সুযোগ ভারতবাসী তরতর করে উন্নয়নের দিকে ছুটে চলবে। আসল সত্য হল যুগে যুগে শাসকরাই মানুষকে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে দলে টেনে দল ভারি করে ক্ষমতার দখল নিয়েছে। আবার তারাই প্রয়োজন বলে স্বাধীনতা হরণ করে।

স্বাধীন মানে কিন্তু মুক্ত নয়। স্ব+অধীন। মানে নিজের অধীনতায় থাকা অপরের নয়। তাই অধীনতায় আমাদের ভরসা এবং ভবিতব্য। সেটা পরিবারে সমাজের রাষ্ট্রে যারই অধীনতায় থাকি না কেন। সেটা যেন না রুল অব ল হয়। আইনের শাসন হয়। কোনও দলের বিশেষ ব্যক্তির মর্জির শাসন যেন না হয়। তাই সমস্বরে সমবেত ভাবে আমাদের সেই স্বাধীনতার দাবি তুলতে হবে যা এখনও আমরা পাই নি।

সুন্দরবনে অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের কাজ চলছে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং ১ ব্লকের মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমড়াবেড়িয়া গ্রামে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতরের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে এই দফতরের কাজ চালু হবে। রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে এই দফতরটি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন সফরে এসে একগুচ্ছ নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক, কর্মচারিরা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং কিছু কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমাবাসী দীর্ঘ বছর ধরে দাবি করে আসছিল এই মহকুমা অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র চালু করার জন্য। বিগত কংগ্রেস ও বাম সরকারের ব্যর্থতায় ক্যানিং মহকুমায় চালু হয়নি অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র। ফলে এই মহকুমায় ঘর বাড়ি এবং বাজারে আগুন লাগলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো সাধারণ মানুষজন। ক্যানিং বারুইপুর দূরত্ব প্রায় ২৭ কিমি।

ক্যানিং মহকুমা আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন আসে বারুইপুর থেকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দমকলের ইঞ্জিন আসতে আসতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘর বাড়ি, দোকান–পাট। ক্যানিং মহকুমা বাসিন্দা তথা মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শংকর দাস, শম্ভু সাহা, হারু ঘড়ুই, অপর্ণা সিনহা প্রমুখরা জানান ক্যানিং, জীবনতলা, সোনাখালি, বাসন্তী, গোসাবা প্রমুখ বাজারগুলিতে আগুন লাগলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেহেতু এই মহকুমায় অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র নেই। আগুনে পুড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যবসায়ীরা। এখানে আগুন লাগলে বারুইপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসে। দীর্ঘ ২৭ কিমি পথ অতিক্রম করে আসতে আসতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সবকিছু। এমনকি সারা বছর ধরে এখানে সুন্দরবনে কয়েক লক্ষ পর্যটক আসে। লঞ্চে, বোটে, নৌকায় আগুন লাগলের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে পর্যটকরা। বর্তমানে এই মহকুমায় প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের বসবাস। তারা আরও বলেন দীর্ঘ বছর ধরে ক্যানিং মহকুমাবাসী বিভাগীয় দফতরে লিখিত ভাবে জানিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনকি বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় এই অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র হয়নি। রাজ্য সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই দফতরের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। দফতরটি চালু হলে এই মহকুমার লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ক্যানিং আসড়াবেড়িয়া গ্রামে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রের কাজ পরিদর্শন করে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। তিনি কথা বলেন যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ক্যানিং মহকুমা অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। ক্যানিং মহকুমাবাসীর দীর্ঘ বছরের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। তাদের দীর্ঘ বছর ধরে দাবি ছিল এই দফতর চালু করার জন্য। দফতরটি চালু হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরও বলেন দফতরটি চালু হলে দফতরে প্রায় ২৫ জন স্টাফ এবং বেশ কয়েকটি দমকলের ইঞ্জিন লাগবে। এখানে আগুন লাগলে বারুইপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দমকলের ইঞ্জিন আসে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দমকল আসতে আসতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সবকিছু এবং ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। এই দফতরটি চালু করার জন্য রাজ্য অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে প্রথম পর্যায়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনলাইনে এটি শিলান্যাস করেছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে দফতরটি চালু হবে। বিগত কংগ্রেস ও বাম সরকারের ব্যর্থতায় সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থ। বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুধু সুন্দরবন নয়, সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন ৫ একর জমির ওপর রাজ্য দমকল দফতরের উদ্যোগে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্যানিং দফতরটি চালু হলে ক্যানিংবাসী, উপকৃত হবে।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা ও বাহক নির্ণয় পরীক্ষা শিবির

সোনামনি কুঁতি, উস্তি

সম্প্রতি উস্তি থানার অন্তর্গত রাজারহাট ইউথ ক্লাবে আয়োজিত হয়েছিল থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির। আনন্দী থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও সহযোগিতা কেন্দ্র এবং বানেশ্বরপুর ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল ওমেন্স সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এই শিবিরে রক্ত পরীক্ষা করেন। চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট টিম। আনন্দী থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও সহযোগিতা কেন্দ্র'র সঙ্গে মিলিত সহযোগে এই টিম বিভিন্ন গ্রামে স্কুলে কলেজে এরকম শিবির করে, সাধারণ মানুষকে এক নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতন করেন। এবং একমাসের মধ্যে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল পৌঁছে দেওয়া হয় সেইসব ব্যক্তিদের কাছে।

সংস্থার সম্পাদক অনন্ত বিশ্বাস নিজে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। তার মতে 'আমরা তো রোগী হয়ে জন্মেছিই, আমাদের আর কিছুই করার নেই, যতদিন বাঁচব এই রোগের সঙ্গে লড়াই করে সারাজীবন রক্ত নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই আমাদের ইচ্ছা যে কটা দিন বাঁচব, নতুন প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতন করে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত প্রজন্ম করার চেষ্টা করব। ডাক্তারবাবুদের কথায় থ্যালাসেমিয়া একটা জিনবাহিত অসুখ, এই অসুখে রোগীর হিমোগ্লোবিন তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, নতুন করে হিমোগ্লোবিন তৈরি করার ক্ষমতা থাকে না। তাই রোগীকে কখনো কখনো পনেরো দিন অন্তর, কখনো একমাস দুমাস অন্তর রক্ত নিতে হয়। অবশ্যই রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসার অধীনে থাকতে হয়। এই সমস্ত রোগীদের চিকিৎসার খরচ বছরে প্রায় দু লক্ষ টাকা। রক্তের সমস্যার সঙ্গে এইসব রোগীদের লিভার, স্প্লিন, হার্ট ও কিডনির সমস্যা থাকে। তবে এই রোগ ছোঁয়াচে নয়। তাদের কথায় আরও জানা যায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বড় সমস্যা হল, থ্যালাসেমিয়ার বাহক চিহ্নিত হবার পরেও তারা বিষয়টা গোপন করে রাখে এবং সুপাত্রের সন্ধান এলে পাত্রের রক্তপরীক্ষা ছাড়াই মেয়েকে পাত্রস্থ করে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম হয় না। মা বাবা বাহক হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয় সন্তানকে। এর একমাত্র কারন অজ্ঞতা। সুতরাং রোগ নির্মূল করতে হলে সচেতনতার সাথে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করতে হলে দরকার সমাজের সর্বস্তরে এর ব্যাপকতর প্রচার যেখানে বর্তমান সমাজকে বোঝাতে হবে বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষা কতটা জরুরি।

আনন্দী থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও সহযোগিতা কেন্দ্রটি শান্তিনিকেতনে অবস্থিত। বর্তমানে এরা বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই পাঁচটি জেলায় কাজ করছে, আগামী দিনে প্রশাসনের সাহায্য চেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ অন্যান্য জেলাগুলিকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত জেলা হিসাবে চিহ্নিত করাটাই এই কেন্দ্রের লক্ষ্য।

ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৭ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে ডায়েরিয়া প্রতিরোধ করতে মানুষকে সচেতন করার জন্য ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম দাস মালাকার, জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, সিপিডিও মৌসুমী প্রামাণিক প্রমুখ। আধিকারিকরা বলেন নিবিড় স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচি মেনে চললে ডায়েরিয়া প্রতিরোধ সম্ভব। সুলভ শৌচাগার বানানোর জন্য মানুষদের উৎসাহ দিতে হবে। খোলা মাঠে মল ত্যাগ করা যাবে না। কারণ বর্ষার সময় ওই মল থেকে ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। ডায়েরিয়াতে যাতে একটি শিশুরও মৃত্যু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আইসিডিএস, আশা ও এএনএম কর্মীদের আরও তৎপর হতে হবে বলে জানান আধিকারিকরা।

সুলভ শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৯ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লকের বিবিরহাট মোড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের আর্থিক বরাদ্দে একটি সুলভ শৌচালয় এবং এক যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ ও ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ। সভাধিপতি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষদের দাবি ছিল একটি সুলভ শৌচালয়ের। আজ তা পূরণ হলো। এসডি ৮ নং বাসস্ট্যান্ডে কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় ছিল না। ঝড় জল রোদ বৃষ্টিতে মানুষের ভীষণ অসুবিধা হত। তাই যাত্রী প্রতীক্ষালয় করা হল। শৌচালয়ের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৩ লক্ষ এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের জন্য ৪ লক্ষ টাকা। ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ার সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। তারই নজির এই শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয়।

নাম পরিবর্তন

কলকাতা ফাস্ট ক্লাস মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ২৫.৯.১৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি হরিদাস পালের পরিবর্তে ব্রহ্মপাড়া, আমতা, হাওড়া নিবাসী দেবাশিস পাল নামে পরিচিত হইলাম।

ফকিরচাঁদ কলেজে মারধর ছাত্রদের, অভিযোগের আঙুল বিধায়ক ঘনিষ্ঠের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের মধ্যে চার ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল খোদ বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে। ঘটনায় গুরুতর জখম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাসুদ শেখ, ইনসান মোল্লা, আরিফ হোসেন ও সাজিদ মোকাম ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে সেখানেও অভিযুক্ত অমিত সাহা ও তার দলবল চড়াও হয় বলে অভিযোগ। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জখম ছাত্রদের সকলকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে জখমদের সঙ্গে নিয়ে কলেজের একদল ছাত্র বিকেলে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন মোড়ে বিধায়ক দীপক হালদারের জনসংযোগকারী অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিধায়ক সে সময় অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। তবে বিধায়ক দীপক হালদার ফোনে জানান, 'আমি বাইরে আছি। কলেজে ক্যারাম খেলা নিয়ে গন্ডগোলকে ঘিরে একদল ছাত্রছাত্রী আমার অফিসে এসেছিল শুনেছি। আমি ফিরে দু'পক্ষের সাথে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেব।' যদিও কলেজের প্রিন্সিপাল সুবিরেশ ভট্টাচার্য ফোনে জানান, 'গন্ডগোলের বিষয়টি জানা নেই। এরকম কোনও অভিযোগ পাইনি। রাতে জখম ছাত্ররা অভিযুক্ত অমিত সহ সাতজনের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

কলেজ ও পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন দুপুরে কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের রুটিন বিলি করছিল দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্র। সেসময় কলেজে হাজির হয় ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদারের ঘনিষ্ঠ অমিত সাহা ও তার দলবল। জখম মাসুদ শেখের অভিযোগ, 'কলেজের ভেতরে ঢুকে আমাদেরকে রুটিন বিলি করতে বারণ করে। আমরা তার কোনও কথায় কর্ণপাত না করে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের রুটিন বিলি করতে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে অমিত সাহা ও তার জনা সাতেকের দলবল আমাদের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক কিল, চড়, ঘুঁষি মারতে থাকে। আমরা চারজন গুরুতর জখম হই।'

আরেক জখম ছাত্র আরিফ হোসেন মোল্লার অভিযোগ, 'অমিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন জিএস ছিল। এখন ও কলেজেই পড়ে না। বিধায়ক দীপক হালদারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে প্রায় দিন দলবল নিয়ে কলেজে ঢুকে দাদাগিরি দেখায়। কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' যদিও অমিত সাহার মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতার মাসে রাজ্যে মাওবাদী হামলার আশঙ্কা

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এই রাজ্যে স্বাধীনতার মাসে যে কোনও জায়গায় জঙ্গি হানা ও মাওবাদীরা জঙ্গলমহলে বড় কোনও নাশকতা ঘটতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী ইতিমধ্যেই তার বিস্তারিত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতরও এই মর্মে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে যা রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে আট পাতার একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। খাগড়াগড় কান্ডের পর এনআইএ তাদের তদন্তে জানতে পেরেছে এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বিভিন্ন জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠী খাঁটি গেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে জামাতপন্থী নেতারা এবং জামাত উল মুজাহিদিনের (জুম) সদস্যরা যথেষ্ট তৎপর আছে এরাজ্যে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে বিস্ফোরকসহ তিনজনকে গ্রেফতারের পর পুলিশের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে। ধৃতরা জানিয়েছে কলকাতা থেকে ওই বিস্ফোরক জঙ্গিপুরে জমা হত। তারপর তা সারা রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া হত। এমনকি বাংলাদেশেও বিস্ফোরক পাঠানো হত। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর প্রশাসনকে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে ওই বিস্ফোরক জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য আনা হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা খোঁজখবর শুরু করেছে। সিআইডি ও পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে ধৃতরা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা বন্দর এলাকায় বিস্ফোরক সরবরাহ করেছে। রাজ্যের কোনও প্রান্তে বড় ধরনের নাশকতা ঘটাতে পারে জেহাদি জঙ্গিরা, এমনই আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি থানাকেই সতর্ক করা হয়েছে।

অন্যদিকে জঙ্গলমহলে ঝাড়খন্ড থেকে মাওবাদী নেতা রাহুলের নেতৃত্বে একটি বড় দল বেলপাহাড়ীতে চলে এসেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। স্বাধীনতার দিবসের আগে বা পরে মাওবাদীর জঙ্গলমহলে নাশকতা ঘটাতে পারে। জঙ্গলমহলের প্রতিটি থানা এলাকাকে সতর্ক করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন হল জঙ্গলমহল শান্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জঙ্গলমহল শান্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জঙ্গলমহলের পশ্চিমমেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এলাকায় আবার মাওবাদীদের আনাগোনা বেড়েছে। মাও পোস্টারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। জঙ্গলমহলের বিক্ষুব্ধ তৃণমূলপন্থী নেতাদের সঙ্গে মাওবাদীরা যোগাযোগও রাখছে। তাই জেহাদি জঙ্গি হানা ও মাওবাদী নাশকতার আতঙ্কে স্বাধীনতার মাসে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন রীতিমতো চিন্তিত।

কাকদ্বীপ বিডিও অফিসে কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান

ডি–রায়পুর পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির সিপিএম পরিচালিত ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিল ডি–রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। বিক্ষোভ সভায় তৃণমূল নেতা চিত্ত জাটি বলেন, মা–মাটি–মানুষের সরকার যখন সারা রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। তখন ডি–রায়পুর অঞ্চলের প্রধান স্বজন–পোষণের রাজনীতি করছেন। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডি–রায়পুর অঞ্চলের প্রধান বেছে বেছে তাদের লোকজনদের কৃষির ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছে। এলাকার রাস্তাঘাট বৈধ ভাবে সংস্কার হচ্ছেনা। নদী বাঁধ ভেঙে গেলে প্রধানের দেখা পাওয়া যায় না। সভায় বজবজ–২ নং পঞ্চায়েতে বসে আমরা ওরার রাজনীতি করা উচিত নয়। গরিব মানুষের স্বার্থ দেখতে হবে। তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল প্রধানকে ডেপুটেশন দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল নেতা তুষার সরদার, কুতুবুদ্দিন মোল্লা, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন অঞ্চল সভাপতি রাজকুমার পরামাণিক।

অকেজো লকগেট, ভাসল মানুষ

প্রথম পাতার পর

মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বাইশহাটা, মনির তট, খুঁটিপোতা ও মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের নালুয়া, লালপুর, দেবীপুর, মথুরাপুর পূর্ব এবং মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের রাধাকান্তপুর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, খাঁড়ি এলাকা ও গিলের ছাঁট হয়ে রাধাকান্তপুর পর্যন্ত পঞ্চাশ কিমি'র বেশি নতুন নিকাশি খাল পথ তৈরি করা হয়। এমনকি রাধাকান্তপুরের কাছে আটেশ্বরতলার কাছে ওই নিকাশি খাল পথে মনি নদী সংযোগস্থলে নতুন একটি লকগেট (যার নাম মণি ক্লোজার) বসানো হয়। তখন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী ছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

দীর্ঘ এই নিকাশি খাল পথ ও লকগেটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি অস্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার বদলের পর অস্থায়ী কর্মী প্রভাত হালদারের বেতনও বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, তারপর থেকে সাড়ে চার বছর কেটে গেলেও সংস্কারের অভাবে মজে গিয়েছে নিকাশি খাল পথ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে লকগেটটি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা এলাকার কৃষক রণজিৎ হালদার, সুকুমার ঘরামি, জয়ন্ত হালদার, কার্তিক ঘরামি ও লক্ষ্মণ মণ্ডলরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'এলাকার নিকাশি খাল পথ দীর্ঘদিন ধরে মজে রয়েছে। সংস্কারের জন্য স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাকে বারে বারে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির জল ওই খাল পথের মাধ্যমে স্লুইস গেটে আটকে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে চাষের জমি। জল ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতরে। আমাদের তো এখন যা ক্ষতি হওয়ার হয়েছে।

যাতে আর এই ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য দ্রুত এই নিকাশি খাল পথ সংস্কার করে স্লুইস গেটটি চালু করে এলাকার জমা জল দ্রুত বের করা হোক। তা না হলে আবার এক পশলা বৃষ্টিতেই প্লাবিত হবে এলাকা।' প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এলাকার গরিব চাষিদের কথা মাথায় রেখে সুন্দরবন দফতরের টাকায় নিকাশি খাল পথ ও মনি ক্লোজারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাড়ে চার বছর ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার না হওয়ায় আজ গরিব মানুষেরা ক্ষতির সম্মুখীন। বর্তমান সরকার গরিব চাষিদের বিষয়ে উদাসীন।' অন্যদিকে বর্তমান সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী

গড়িয়ায় রক্তদান শিবির

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গড়িয়ায় ৮ আগস্ট ২৯ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর অভ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক বিশাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যে সকল রক্তদান শিবিরে দাতাদের ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদানের যে ভিড় দেখা যায় সেই সব

শিবিরের মধ্যে অন্যতম গড়িয়া। সাধারণত দেখা যায় রক্তদানের শিবিরে ভিড় হয় ৫০–১০০ জন রক্তদাতা বা খুব জোর বেশি হলে ১৫০–২০০ জন। কিন্তু এখানে জেলার সমস্ত বড় বড় শিবিরকে ছাড়িয়ে চলে গেলো ৪০০–র কাছাকাছি। বেলা তখন ১–৩০। রক্তদাতাদের মধ্যে সমবেত হন ভ্যান–অটো চালক ও বাস চালক ও মালিকরা। এছাড়া বাজারের সবজি, মাছ ও ফল বিক্রেতাদের ভালো লাইন পড়েছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য। গড়িয়া ব্যবসায়ী সমিতি দোকানদারদের বক্তব্য আমরা এখানে রক্তদান করে আসছি ছয় বছর ধরে। পাঁচটি কাউন্টার হয়েছিল ব্লাড ব্যাঙ্ক কালেক্টর থেকে। এটি হাজরা মোড়ে অবস্থিত। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার কাউন্সিলর অভ্র মুখোপাধ্যায় বলেন আজ রক্তদান যারা করছেন তাদের মধ্যে কেউ হিন্দু, খ্রিস্টান মুসলিম কিন্তু রক্তের মধ্যে কোনও জাতিভেদ নেই। এনারা সবাই নিজের রক্ত দিয়ে অন্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন এই প্রবণতা নিয়ে আজ রক্ত দিচ্ছেন। গড়িয়ায় ফণীভূষণ ভবনে দোতলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। দোতালায় কাউন্টার থেকে লাইন পড়েছিল নিচের বড় রাস্তা ধার বেয়ে ফুটপাথ ঘেঁষে অনেক দূর চলে গিয়েছিল এই লাইন। সেদিন উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান পরিষদ সদস্য (জল দফতর) নজরুল আলি মণ্ডল, নরেন্দ্রপুর টাউন থেকে পাঁচ জন কাউন্সিলর, এছাড়া কলকাতার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদ্বয় বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, অরূপ চক্রবর্তী এবং রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর তপেশ ধর।

স্বাধীন বার্তা

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 42, 15 August - 21 August, 2015

আবালবৃদ্ধবনিতার স্বাধীনতার হাতিয়ার গোপা বাগচীর নয়া অডিও–বুক

পার্থসারথি গুহ

স্বাধীনতার উন্মুক্ত স্বাদ কি ওরা পাচ্ছে? ওরা মানে ওই যে আপনার–আমার চারপাশের ওই ছোট্ট ছেলেপুলেগুলি। যেভাবে এই কচি বয়সেই অ্যানড্রয়েড ফোন , ল্যাপটপ আর ভিডিও গেমস নিয়ে ওরা মত্ত থাকে তাতে মনে হতেই পারে বাহ! ভালো তো এত পুচকি বয়সেই কি সুন্দর বিজ্ঞান সাধনা করছে বা প্রযুক্তিবান হয়ে উঠছে। কিন্তু আদতে বয়সের অনুপাতে ওদের এই ভারিক্কি চাল কেড়ে নিচ্ছে শৈশবের প্রকৃত আনন্দ। তা যতই আধুনিক চালচলন হোক না কেন, বাল্যকালের স্বাধীনতাই যে লোপ পেয়ে বসে আছে। দোষ অবশ্যই ওদের নয়। বরং যারা আমরা বড়রা মানে ওদের অভিভাবক বলে নিজেদের জাহির করি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার পরিণামেই হয়তো এরা নিজেদের কৃষ্টি–সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারছে না। আর এই জায়গা থেকেই একটা লড়াই শুরু করেছেন বাচিক শিল্পী গোপা বাগচী। আগামী দিনে হয়তো তাঁর এই লড়াই এক বৃহৎ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

এখন দেখে নেওয়া যাক গোপাদেবীর এই 'পালটে দেওয়ার' প্রক্রিয়ার মূল হাতিয়ার কি? না অবশ্যই কোনও সমরাস্ত্র নয়। বরং বাক্য–বাণ যার পোষাকি নাম অডিও বুক। সেটাই শৈশব ফেরানোর কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাতে গোপার কণ্ঠে প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিসৃত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের আদি 'ঠাকুরমার ঝুলি', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', সুকুমার রায়ের 'হজবরল', 'আবোলতাবোল', বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়', আরব্য রজনী অবলম্বনে ছোটদের সবথেকে প্রিয় 'আলিবাবা', 'আলাদীন' এবং 'সিন্ধবাদ', হিন্দি সাহিত্যের বরণীয় লেখক মুন্সি প্রেমচন্দ্রের সামাজিক রচনাগুলি বাচ্চাদের মধ্যে এক অদ্ভুত শৈশব হাজির করতে পারে। প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনতার যার ফলে খুব সহজেই শিশুদের মধ্যে তা সঞ্চারিত করা যায়। এর জন্য আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে খুব বেশি হাতড়াতে হবে না। খালি ইন্টারনেটে গিয়ে গোপা বাগচী–অডিও বুক লিখলেই হবে। বস্তুত হালফিলে ইন্টারনেট নামক এই বিশ্বায়নের জাঁতাকলে গোপা বাগচী এবং অডিও বুক প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। ছোট বাচ্চা থেকে বালক সবার মধ্যেই গোপাদেবীর এই অভূতপূর্ব সৃষ্টি ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। শিল্পীর নিজের কথাতেও তা ধরা পড়ে। গোপার সাফ কথা, আজকের এই ব্যস্ততম যান্ত্রিক যুগেও বাচ্চারা যাতে বইমুখী হয়ে ওঠে তার জন্যই এই প্রয়াস।

বাচিক শিল্পীর এই উদ্যোগে সবাই সামিল অথচ রবীন্দ্রনাথ নেই তা কি করে হয়। নানা আঙ্গিকে উপস্থিত করা হয়েছে বঙ্কিম এবং শরৎকেও। রবিঠাকুরের সঞ্চয়িতার ৪৮৮ টি কবিতা এখানে গোপার কণ্ঠবন্দি হয়েছে। এছাড়াও কবিগুরুর ছেলেবেলা, রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, ভোলানাথ, শিশু ভোলানাথরাও সমহিমায় বিরাজমান। গোপা বাগচীর এই পথচলা শুরু ২০১১ সালে কলকাতা বইমেলায় রবিঠাকুর–বিবেকানন্দের জোড়া সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গীতাঞ্জলী এবং কর্মযোগ–এর প্রকাশের মাধ্যমে। মোট চারটি অডিও গ্রন্থ বাজারে এলেও আগামীতে তা অগুণতি হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শৈশবের স্বাধীনতা ফেরানো শুধু নয়, গোপাদেবীর এই বাচিক মুন্সিয়ানা নিবদ্ধ হয়েছে দৃষ্টিহীন এবং বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের কথা ভেবেও। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে সামনে রেখে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার স্বাধীনতা তুলে দিতে চান গোপা। বিশেষ করে বর্ণপরিচয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগকে নিজের সুচারু কণ্ঠে এদের মধ্যে নিয়োজিত করেছেন তিনি। বিভিন্ন ব্লাইন্ড স্কুলের পাঠ্যক্রমে যদি এই অডিও বুক আগামী দিনে অন্তর্ভুক্ত হয় তবে আশ্চর্য হবেন না।

স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরে গোপাদেবীর মনকে আরও একটা পরাধীনতা বড় বেশি নাড়া দেয়। সেকথা ভেবেই বোধহয় ভক্তির বটবৃক্ষে বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রয় খুঁজেছেন শিল্পী। সম্পূর্ণ গীতাযোগ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী, সারদা মায়ের রচনা, বিবেকানন্দের জাগরণধ্বনী সব কিছু ঠাঁই পেয়েছে গোপার ভক্তিমতি কণ্ঠে। বিশেষ করে যারা দিনের পর দিন বৃদ্ধাশ্রমে কাটাচ্ছেন প্রিয়জনের স্নেহের যোজন মাইল দূরে, যারা হাসপাতালে দিন গুণছেন ভবসাগরের অপেক্ষায় সেইসব বর্ষীয়ানদের মনকে ছুঁয়ে যাবে এই ভক্তিসম্বলিত অডিও বুক। বাচ্চা, দৃষ্টিহীন বা বৃদ্ধ–বৃদ্ধা সবার স্বাধীনতার যষ্টি হয়ে উঠতে পারে এই অডিও গ্রন্থের বাকানৈপুণ্য। ছেলে এবং স্বামীর অনুপ্রেরণায় আজ এত পথ হেঁটেছেন শিল্পী। একেকটা সিডি ঘন্টার পর ঘন্টা লেগেছে তৈরি হতে। তাও অবিচলিত মনে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গোপাদেবী স্বপ্ন দেখছেন সত্যিকারের নির্ভেজাল স্বাধীনতার আবক্ষে মুড়ে ফেলতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে।

অনাদরে অনটনে ঝরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় স্বাধীনতা সংগ্রামী কিশোরীমোহন

সৈকত ঘোষ

এখন নিরানব্বই। বয়সের ভারে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারেন না, লাঠি হাতে 'কুরুলিয়া' খালের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলি, তিন ছেলে ও এক মেয়ে তাঁর। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। তিন ছেলে প্রতিষ্ঠিত, সরকারি চাকুরে। তবুও এখন সহায় কেবল এক নাতি ও নাতির স্ত্রী। অভাব অনটনে চলেছে সংসার। তবুও শয্যাশায়ী স্ত্রীকে পাশে রেখে পড়ে চলেন গান্ধিজীর আত্মজীবনী।

১৯২৩ সালে ডায়মন্ড হারবারের আটকৃষ্ণ রামপুরে মাতুলালয়ে জন্ম হয় এই স্বাধীনতা সংগ্রামী কিশোরীমোহন নস্করের। জ্ঞান হতেই দেখেন মা ঠাকুমা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। সেই থেকেই হয়ত মাত্র সাত বছর বয়সে ইংরেজ পুলিশের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে পিতৃনিবাস কাকদ্বীপের মধুসূদনপুরের নিকটস্থ কুরুলিয়া খালের লবণাক্ত জল তুলে, জল থেকে লবণ নিষ্কাশন করে প্রথম 'লবণ আইন' ভঙ্গ করেন। ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের কেয়ারই করেনি ছোট্ট কিশোরী। হঠাৎ বাবার মৃত্যুতে সংসারের সব দায় এসে পড়ে কিশোরী মোহনের উপর। সেই সময় কাকদ্বীপেই আলাপ হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁরই বদান্যতায় কিশোরী মোহনের চাকরি জুটে যায় 'শক্তি প্রেসে'। সুযোগ পান উচ্চ শিক্ষারও।

শক্তিপ্রেসে থাকাকালীনই নরমপন্থী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তখনই তিনি বিনোদাভাবে, চারুচন্দ্র ভান্ডারী, প্রফুল্ল সেন সহ বহু বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪০ সালে ওড়িশায় গোপনে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। ১৯৪২ সালে কিশোরী মোহন ঝাঁপিয়ে পড়েন 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' তেমনই গান্ধিজীর সান্নিধ্য লাভ। স্বদেশী হিসাবে নাম প্রচার হতেই ব্রিটিশের টার্গেটে পরিণত হয় কিশোরীমোহন। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ১৯৪৪ সালে। অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলে কাটান চারমাস। ব্রিটিশ পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সয়েছেন কিশোরী।

স্বাধীনতার পর তিনি বিনোদাভাবের আহ্বানে গোরক্ষা ও ভূদান যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমানে কোনওমতে অভাবে কাটছে তাঁর দিন। সাদা খদ্দরের পোশাক পরেন এখনও। তবে বর্তমানে ভারতের অবস্থা দেখে তিনি সদা চিন্তিত। তাঁর প্রশ্ন এখনও কি স্বাধীনতা এসেছে? ভোটও দেন না আর। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেরই লেখা গানের দুলাইন গেয়ে ওঠেন, ''শেষের দিন কেউ রবে না, সঙ্গে তোমার কেউ যাবেনা। মাটির দেহ রইবে পড়ে বাসি মড়া কেউ ছোঁবে না।''

কথা বলে উঠে পড়লাম। শেষের গানের কলিগুলোর মর্মার্থ ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকলাম। মনে হল স্বদেশী ডাকাবুকো কিশোরী মোহনকে ব্রিটিশ পুলিশ যতই গুরুত্ব দিক, বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতের সরকার তাঁকে সে গুরুত্ব দিতে নারাজ। স্বাধীনতার সংগ্রামীর ভাতা তো দূরের কথা, জোটেনি কোনও সম্মান। যিনি আমাদের স্বাধীনতা দিতে জীবন সঁপে দিয়েছিলেন তিনি এভাবেই অনাদরে, অনটনে বুকে ব্যাথা আর অভিমান নিয়ে ঝরে যাবেন পৃথিবী থেকে। সত্যিই আজ তিনি বাসি মড়া।

নেতাজি চেতনা মঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলন

তাসখন্দম্যান কী নেতাজি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলিপুর বার্তায় সম্প্রতি প্রকাশিত তাসখন্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতি সম্পর্কে যে ছবি ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে একাধিক নেতাজি গবেষক সত্য প্রকাশের দাবি জানান। সম্প্রতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার ওয়াজিদ হবিবুল্লা জানিয়েছেন, নেতাজি সম্পর্কে ফাইল প্রকাশ হওয়ার প্রধান কারণ ফাইলগুলি ধ্বংস করা হয়েছে অথবা হারিয়ে গিয়েছে কিংবা কেউ খেয়ে ফেলেছে। উল্লেখ্য, পিঁপড়ে, ইঁদুর না অন্য কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি হজম করেছে এগুলি স্পষ্ট করে জানাননি হবিবুল্লা সাহেব।

নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয় যে, হবিবুল্লার বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করেন কি না তা প্রধানমন্ত্রীর দফতর অবিলম্বে জানানো হোক। ভারতে গোপনীয় ফাইলের ক্ষেত্রে বিশেষ আইন রয়েছে। তিন রকম ভাবে ফাইল চিহ্নিত করা হয়। টপ সিক্রেট, সিক্রেট, ও কনফিডেন্সিয়াল চিহ্নিত ফাইলগুলি কার নির্দেশে ধ্বংস করা হল কিংবা হারিয়ে যাওয়ার নথিপত্র কিংবা কোনও প্রাণি ভক্ষণ করে থাকলে তা যাবতীয় সত্য অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। দাবি জানান নেতাজি চেতনা মঞ্চের সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। ওই দিন ওই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অজ্ঞাত সাংবাদিক হিসাবে রুশ, পাক ও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার চিত্র ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা পর্ষদের সভানেত্রী রাজ্যশ্রী চৌধুরী। উল্লেখ্য, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেতাজির সমস্ত গোপন ফাইল প্রকাশ্যে দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন দিল্লির সাউথ ব্লকে।

মঞ্চের সহসভাপতি শুভাশিস চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারকদের নিয়ে অবিলম্বে অসমাপ্ত নেতাজি তদন্ত সম্পূর্ণ করুন। নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফ থেকে বহু ব্যক্তি সুদৃশ্য ইঁদুরের ছবি সম্বলিত পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সভায় নেতাজি চেতনা মঞ্চের সভাপতি বিবেক রায়, সহ সম্পাদক প্রিয়ম গুহ ছাড়াও ডঃ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ দাসগুপ্ত প্রমুখ বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই বাসাতে দেখা হবে বলেছিলেন সুভাষ

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

স্বাধীনতার উত্তাল দিন দেশবন্ধুর দুই শিষ্য সুভাষ বসু ও সত্যরঞ্জন বকসি জাতীয়তাবাদী কাগজ 'ফরোয়ার্ড' এবং 'বাংলার কথা' নিয়ে ব্যস্ত। তারপর অকালে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে দেশবন্ধুর প্রয়াণ, সুভাষের বার্মায় কারাবাস আর সত্যরঞ্জনের সংগঠন ধরে রাখার অক্লান্ত সংগ্রাম। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছে। ভবানীপুরের প্রায় নিকট প্রতিবেশি দুই বন্ধুর বহু গোপন বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা নিভৃতে ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সেই ছোট্ট বাড়িটিতে যেখানে সত্যরঞ্জন বকসি বাস করতেন। শোনা যায় নানা বৈপ্লবিক গোপন বৈঠক হতো ওই বাড়িতে। বহু স্বনামধন্য বিপ্লবীর গোপন যাতায়াত ছিল ওই আস্তানায় এমনকি সুভাষ অনুরাগী জনৈক ব্রিটিশ সরকারের বাঙালি কর্মচারি গোপনে পুলিশ ফাইল সত্যরঞ্জনের বাড়িতে সন্ধ্যায় নিয়ে এসে আবার পরের দিন সকালের মধ্যেই লালবাজারে যথাস্থানে রেখে দেওয়ার তথ্য জানা যায়। সত্যরঞ্জন বকসির ছোট ভাই সুধীররঞ্জন বকসিও তার দাদার মতোই পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার 'অপরাধে' ব্রিটিশ জেলে বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন। সত্যরঞ্জন বকসির স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যা প্রয়াত। রয়ে গিয়েছেন দুই অবিবাহিত কন্যা গীতা ও লীনা। একদা জীর্ণ সেই বাড়ির বহিরাঙ্গে চাকচিক্য এসেছে বিভিন্ন বাসিন্দাদের কল্যাণে। কিন্তু একতলার একটি প্রায় অন্ধকার দুকামরার কক্ষে বাস করছেন বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বকসির দুই কন্যা। নিত্য দারিদ্র্য ও অভাবের চিহ্ন স্পষ্ট সেই ঘরে। তবু বিপ্লবী পিতার সার্থক উত্তরসূরী দুই কন্যা। সত্যরঞ্জন বকসিকে নেহেরু সরকার একদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। হেলায় সুভাষসুহৃদ সত্যরঞ্জন বকসি সেদিন নেহরুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এদেশ থেকে অন্তর্ধানের আগে সুভাষচন্দ্র সত্যরঞ্জনকে বলে গিয়েছিলেন তিনি যেন বাসা পরিবর্তন না করেন। তাহলে স্বাধীন ভারতের আবার দুজন মিলিত হবেন। সত্যরঞ্জন বকসি প্রয়াত হয়েছেন ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো বছর। বিপ্লবী বাবার স্মৃতি আঁকড়ে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে তাঁর কন্যারা আজও পথ চেয়ে আছেন।

পেটকাটি–চাঁদিয়ালের স্বাধীন স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার দিনটি আরও একটি কারণে বাচ্চা–কাচ্চাদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এই দিনটি থেকেই কার্যত ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়ে যায় গোটা বাংলা জুড়ে। স্বাধীনচেতা উন্মুক্ত ঘুড়ি আকাশে উড়তে উড়তে সেই বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে আরও অতিকায় রূপ ধারণ করে। বস্তুত স্বাধীনতা দিবসের দিনটি ঘুড়ির ক্ষেত্রে যদি বোধন হয় তবে বিশ্বকর্মা পুজো নিঃসন্দেহে মহাষ্টমী। যার জের চলে একেবারে শীতকালের নবান্ন উৎসব পর্যন্ত। বলা যেতে পারে নবান্ন ঘুড়ি ওড়ানোর বিজয় দশমী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। এই ঘুড়ি ওড়ানোকে কেন্দ্র করে

কতরকম প্রস্তুতি যে নেওয়া হয় তা বলাইবাহুল্য। রাত জেগে সুতোতে মাঞ্জা দেওয়া থেকে শুরু। কাঁচের গুঁড়ো সহ নানা ধরনের দ্রব্য ব্যবহার করা হয় সুতোকে ধারালো করার জন্য। যাতে পাড়পড়শীকে টেক্কা দিয়ে ভোকাট্টা ধ্বনিতে মেতে ওঠা যায়। এখন অবশ্য ঘুড়ি ওড়ানোর সেই প্রাবল্য বা উচ্ছাস শহরের দিকে তুলনামূলক ভাবে কম দেখা যায়। যদিও গ্রামাঞ্চলের ছবিটা এখনও একইরকম রয়েছে। সেই পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মুখপোড়া, পাশকাটি, চৌরঙ্গি প্রভৃতি নানা আকারের রঙ বেরঙের ঘুড়ি ছেয়ে যায় স্বাধীনতায় ভরপুর দেশের আকাশে। ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্য দিয়ে কার্যত প্রথম স্বাধীনতার হাতে খড়ি ঘটে ছেলে ছোকরাদের। বড়রাও অবশ্য বাদ থাকেন না। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার বাগবাজার, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, বৌবাজার কিংবা দক্ষিণে ভবানীপুরে বর্ষীয়ানদেরও ছোটদের সঙ্গে ঘুড়ির লড়াইয়ে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

সততার পুরস্কার : নিজে টেন পড়ে, এম এ পাশ বউ পেয়েছি

দীপককুমার বড় পণ্ডা

দোলের পরের দিন বাসে হাওড়া থেকে আমতা যাচ্ছি। ওখানে এক বন্ধু–পুত্রের উপনয়ন। না গেলেই নয়, তাই বাস কম থাকা সত্ত্বেও সেদিন রওনা দিয়েছিলাম। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে বাসে বসেছি। বাসটা পঞ্চাননতলা, কদমতলার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কদমতলাতে বাসটা দাঁড়ালো। আমি পেছনের গেটের পাশে একটা সিটে। পেছনের গেটে এক যুবক উঠলেন, সঙ্গে একটা বিরাট প্লাস্টিকের বস্তা। বস্তাটা কোনোরকমে সেট করে দিয়ে যুবক আমার প্রায় ঘাড়ের ওপর পড়লেন। দু'জনের বসার সিটে এতক্ষণ আমি একা ছিলাম। সেইজন্য হাত–পা একটু ছড়ানোর সুযোগ ছিল। যুবক বসতে গিয়ে আমাকে একটু ধাক্কা মারলেন। ওঁর দিকে তাকালাম। মুখে কিছু বললাম না। আমি জানলার দিকে চেপে বসলাম। দেখলাম, তিনি ঘামছেন। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে বসলেন। আমি হাওড়া শহরের প্রাচীন রাস্তাগুলো মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। আমার বহুদিনের যাতায়াতের পথ।

যাওয়া আসার পথে পথে

যুবক জিজ্ঞেস করলেন,

– আপনি কোথায় নামবেন?

– বড়গাছিয়া।

– আপনি? আমার কৌতূহলী মন তাঁর কথা জানতে চাইল।

– আমি বড়গাছিয়ার পরে কলেজের কাছে নামব। ওখান থেকে ফুরফুরা শরিফ যাব।

– ওখানেই আপনার বাড়ি নাকি? জিজ্ঞেস করলাম।

– হ্যাঁ, ওখানে আমরা বহুদিনের বাসিন্দা। যুবকটি বেশ গর্বিত। ফুরফুরাশরিফে বাড়ি, এতো কম ব্যাপার নয়!

– আমি ঘুটিয়ারিশরিফ বেশ কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু ফুরফুরাশরিফ যাইনি কোনোদিন। কথাটি নিজের মতন করে বললাম যুবককে। আবার রাস্তায় মন দিয়েছি। দেখছি, কতকিছু। কলকাতার আগে যে–শহরটার জন্ম, তার উন্নতি তেমন হল কই! কলকাতা যদি ৩০০ বছরের বেশি হয়, তবে হাওড়াতো ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন। একসময় কত শিল্প ছিল এই শহরে। হাওড়া ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকেন্দ্র। সত্তর দশকের শেষ থেকে কলকারখানাগুলো বন্ধ হতে শুরু করে। হাওড়া স্টেশনের গুরুত্ব কম নাকি? সারা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একটা বিরাট উপায় এই স্টেশন। 'অথচ কয়েকটি প্রান্তিক অঞ্চলে বড়ো বাসা তৈরি ছাড়া হাওড়ার আর কিছুই হয়নি। সেই ৪০–৫০ দশকের হাওড়া আছে তার গলিঘুঁজি তস্য গলির অন্দরেই।' এইকথাগুলো সেদিন পড়ছিলাম, হাওড়া শহরে দীর্ঘদিন কাজ করা ড. অমিয় চৌধুরীর লেখা 'ছিন্ন পাতায় আপন কথা' (দীপ প্রকাশন, ২০১৫) বইতে।

বাসটা চলছে। কিছুক্ষণ বাদে যুবক বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জানতে চাইছিলাম।

– বেশতো, বলুন না। তাঁকে অভয় দিই।

– জিজ্ঞেস করব? আমতা আমতা করে আবার সেই এক কথা বলেন।

– বলুন, অত ভাবছেন কেন? খানিকটা উস্মা দেখাই।

– আপনার ধর্ম কি? খুব ইতস্তত করে খানিকটা হাতটাত কচলে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

– আপনার কী মনে হচ্ছে? আমার পাল্টা প্রশ্ন। নিজেকে নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়ে যেন আমি আহ্লাদিত।

যুবক বললেন, আমি মুসলমান। আপনাকে আমার একবার মনে হচ্ছে, আপনিও মুসলমান, আবার মনে হচ্ছে, আপনি ফুরফুরাশরিফ যাননি, তবে কি মুসলমান নয়। বললাম, ঠিক আছে, চলুন, আস্তে আস্তে এগোতে থাকি, তখন সব পরিস্কার হবে।

কিছুক্ষণ বাদে যুবকটি বললেন, জানেন, আমি মুসলমান হলেও হিন্দুদের কাছে বেশি কৃতজ্ঞ। আসলে, আমি যার কাছে সবথেকে বেশি কাজ শিখেছি, তিনি হিন্দু। আমি মুসলমান বলে তিনি আমাকে কোনোদিন দূরে সরিয়ে দেননি। সেই লোকের কাছ থেকে আমার জীবনে আমি দুটো বড় সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি খানিকটা কৌতূহলী হই। তিনি বলতে শুরু করেন।

'ওই ভদ্রলোকের খাবার হোটেলে আমি কাজ করতাম। একবার প্রোগ্রাম সেরে ফেরার সময় কুমার শানু আমার মালিকের হোটেলে এসেছিলেন। তিনি মদ খেতে চাইলেন। সেদিন, আমি কুমার শানুকে মদের বোতল এনে দিয়েছিলাম।' যুবকটি বেশ আহ্লাদিত সেই ঘটনা মনে করে। আবার বলছেন। 'আর একবার প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে নিজের হাতে চা দিয়েছিলাম। তিনিও আমাদের হোটেলে এসেছিলেন।'

যুবকটির কথা শেষ হয় না। বলেন, 'আমি কোনোদিন অসৎভাবে কোনো রোজগার করিনি। তাই, আমি সততার পুরস্কার পেয়েছি। আমার স্ত্রী স্কুলের শিক্ষিকা। সে ইতিহাসে এম এ করেছে। আমি সৎ না হলে কি, টেন পর্যন্ত পড়ে এই বউ পেতাম?'

কথা বলতে বলতে বড়গাছিয়া অটো স্ট্যান্ড এসে যায়। কন্ডাক্টর আমাকে ডাকতে থাকেন। 'এখানেই নেমে যান। এখান থেকে আমতা যাওয়ার অটো ধরে নিন।' আমি নামতে যাই। যুবক খানিকটা বিহ্বল হন। বলেন, 'একবার ফুরফুরাশরিফ আসবেন। এসে বলবেন, মুন্নার কাপড়ের দোকানে যাব। যেকোনও লোক আপনাকে দেখিয়ে দেবে আমার দোকান।'

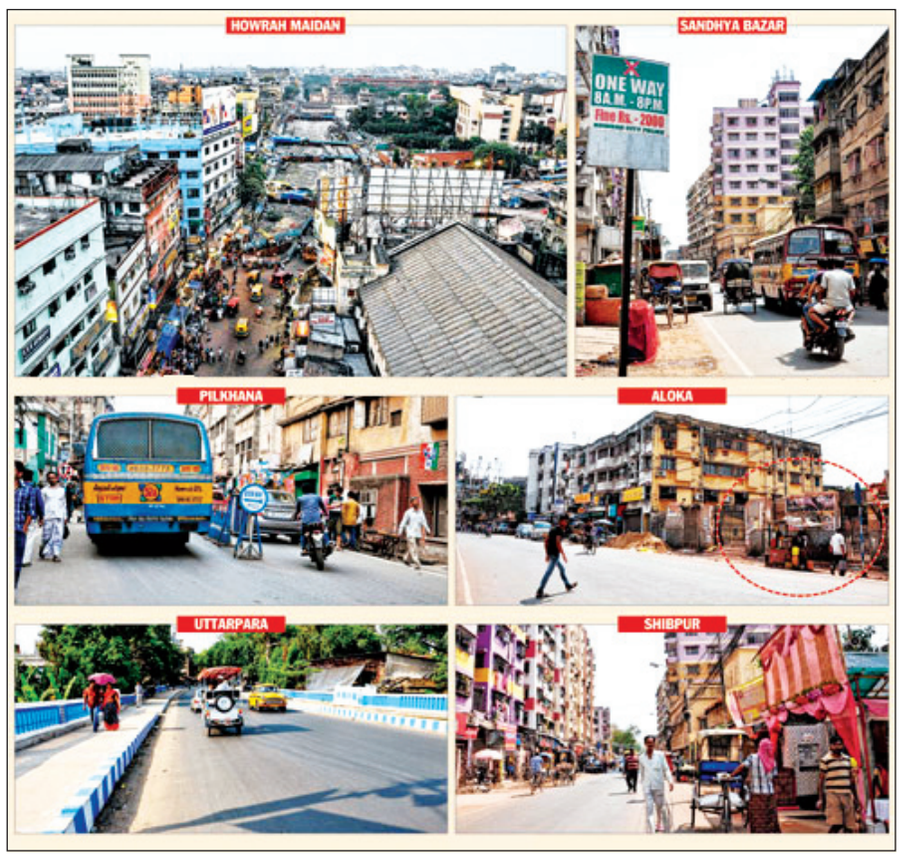

মাঙ্গলিকী

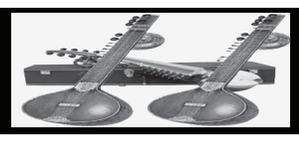

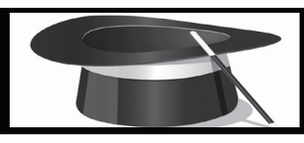

মফস্বলসহ গ্রামাঞ্চলে প্রবাহমান মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জগদীশপুর (হাওড়া) অঞ্চলের মাসিক সাহিত্যপ্রবাহ সংগঠনের ১৫৭তম সভাটি ছিল ১৯ মে, ৬১–র ভাশা শহিদ দিবসকে স্মরণ করে বিশেশ সভা। সভা বসে জগদীশপুর নিবাসী বহু সংস্কৃতিসমৃদ্ধ ব্যক্তি পুর্ণেন্দু শেখর চক্রবর্তীর সুরম্য বাসভবনের সুসজ্জিত সভাঘরে। এদিন কবি, লেখকদের উপস্থিতির সংখ্যা ৩০ ছাপিয়ে যায়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন ঋশিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস, বিভু মুখোপাধ্যায়, দুঃখহরণ চক্রবর্তী, এম এস সিরাজুল ইসলাম, অরুণ বন্দোপাধ্যায় (সাংবাদিক)। বিশিষ্টদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর সকলে ভাশা শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ভাশা শহিদ ও সম্প্রতি নেপালে ভূমিকম্পে মৃত অসংখ্য মানুশের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান (১ মিনিট)। এরপর বিভিন্ন বক্তা ১৯ মে '৬১ ভাশা শহিদ দিবসের উপরে বক্তব্য রাখেন। ঋশিণ মিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন ১৯ মে '৬১ শিলচরে বাংলা ভাশা নিয়ে সংগ্রাম কাহিনী। আরও বললেন, ১৯৭৮ এ ১৯ মে কলকাতার আশুতোশ কলেজের পাশে যে বাংলা ভাশা নিয়ে তেজস্বী সভা হয়, সেই সভা পুলিশ এসে ভেঙে দেয়– বোধহয় তৎকালীন সরকারের মনে হয়েছিল এটি তাদেরই বিরুদ্ধে সভা... রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুরঞ্জন মিদ্যা বললেন, ১৯৪৭–এর পর থেকেই বাংলা ভাশা নিয়ে লড়াইয়ে ভারত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছেন। আরও বললেন, আজ ভারতবর্শের প্রদেশে প্রদেশে বাঙালি তার বাঙালিত্ব হারাচ্ছে। বিশেশ প্রশংসা করলেন সংগঠক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের। যিনি গ্রাম বাংলাতে এই ধরনের আসর চালিয়ে যাচ্ছেন (যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলব, ডঃ মিদ্যার প্রনিধানযোগ্য ভাশণ অতি দীর্ঘ হবার জন্যই কিন্তু শেশের দিকে সকলের মনোযোগ হারাল)। বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক, বাগ্মী এমএস সিরাজুল ইসলাম তাঁর দৃপ্ত ভাশণে বললেন, আজ আমরা সত্যি সত্যিই কি ভাশা শহিদদের কথাবার্তা মনে রেখেছি? তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাশা নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি তা করা যাবে? কারণ বাংলা ভাশা চর্চার মাধ্যমে তো তরুণ প্রজন্ম জীবনে উচ্চ জীবিকা অর্জনের দরজায় পৌঁছাবেন? সাংবাদিক বিভু মুখোপাধ্যায় আজকের এই সভার আয়োজন করবার জন্য দক্ষ সংগঠক রবীন চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানালেন। এই সঙ্গে তিনি সংগ্রামী চেতনার কাছে দায়বদ্ধ থেকেই জোরালো ভাবে বললেন– প্রদেশে প্রদেশে বাংলা ভাশার স্কুল স্থাপন করার জন্য দৃঢ়ভাবে আন্দোলন করতে হবে। সরকারি–বেসরকারি সব কাজে বাংলা ভাশা ব্যবহারের জন্যও আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। নিত্যানন্দ দাস বললেন, বাড়িতে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা বিবিধ বই পড়াবার প্রয়াস রাখতে হবে ('চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম')। সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর ডঃ পি সি সরকার জুনিয়র এমএসপি, পিএইচ ডি–র মাতৃভাশা নিয়ে গর্বের কথা। ২০০৯ সালে লন্ডনের আলেকজান্দ্রিয়া প্যালেসে 'বাঙালি উৎসব' এ সম্পূর্ণ বাংলা ভাশায় কথা বলেন– দু হাজার সর্ব ভারতীয় প্রবাসী ও ইংরেজ দর্শকরাও তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। সেই সাথে তাঁর বিশ্বখ্যাত 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনী দেখে মহাকাশ যুগেও তারা রূপকথার দেশে পৌঁছে যান।

এদিন সভার গোড়ায় স্বরচিত, স্বসুরাপিত 'বাংলা আমার' গানটি শোনায় লোপা চক্রবর্তী। বালিকা অদিতি নাগ সকলের মন ভরিয়ে দিল 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে। এদিন ১৯ মে নিয়েই স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন বিকাশ দাস (ভাল), শ্যামল দাশগুপ্ত (মননশীল), চিন্ময়ী বিশ্বাস (সুদীর্ঘ, মনে দাগ কাটেনা) প্রমুখ। আসরে এদিন দীপঙ্কর বিশ্বাসের '১৯ মে'র গানের বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ঋশিণ মিত্র। এই বইয়ের গানগুলির সুরকার হলেন বিনয়ভূশণ সেনগুপ্ত। এদিন আর এক বালিকা সৌমি ধারা শুনিয়েছে হৃদয় স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম'। শ্রদ্ধেয় বাগ্মী দুঃখহরণ চক্রবর্তী এদিন আসরে যে ভাশণ দেন, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি গর্জে উঠলেন এই বলে, প্রতি পদে বাংলা ভাশার এই অমর্যাদা কেন চলছে? এ দিন আসরে আরও কবিতা পাঠছিল। কিছুটা দেরিতে এলেন ডঃ সুরঞ্জন মিদ্যাকেও মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে হাতে গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। দক্ষ সংগঠক, কবি (এবং নীরব কর্মী), সঞ্চালক রবীন চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন এই আসরের ব্যবস্থা করার জন্য। সকলের চা–জলযোগ ও সরবৎ পানের আপ্যায়নও ছিল আন্তরিক।

শুধু দুঃখ এই, আসর এত দেরিতে শুরু হল যে এই প্রতিবেদক আসরে শেশ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না, অনেক কবি, লেখকের পাঠ শোনা থেকে বঞ্চিত হলেন।

এদিন কবি শঙ্কর সাহার বক্তব্য বাদ পড়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, পাঠকের সংখ্যার কথা চিন্তা না করে, সকলে আরও বাংলা বই লিখুন। ১৯ মে নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে কথাও জানালেন।

মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকায় আসর খুবই জমে ওঠে।

নব পর্য্যায়ে ব্যাঙ্গমার সমৃদ্ধ সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোষণা ছিল সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠান ঠিক সন্ধ্যা ৬–টাতেই শুরু হল অনুষ্ঠান। অভিনন্দন সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে নিমানুবর্তিতা মেনে চললে যে কোনও কাজ ভাল ভাবে করা যায়। সুতরাং আরও একবার অভিনন্দন সম্পাদক ও সহ সম্পাদক মহাশয়কে। স্বাগতঃ ভাষণে সম্পাদক ও সঞ্চালক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য অতি প্রাঞ্জলভাবে বললেন, 'কোনও রাজনীতি নয় রঙ্গ–ব্যঙ্গ সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চার ধারাই বজায় থাকবে এই সংগঠনের সকল আসরে। অতঃপর আসর শুরু হল ডঃ ভট্টাচার্যের নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার থিম সং দিয়ে 'ব্যাঙ্গমার নাম থেকেই'– ডঃ ভট্টাচার্য্যের নিবেদন ছিল যথাযথ; গানটির রচয়িতা ডঃ ভট্টাচার্য, সুরও তাঁর দেওয়া।

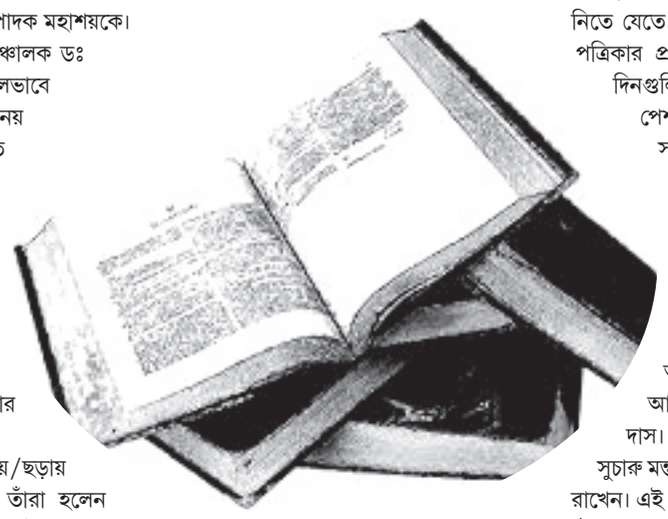

এদিন নানান মজার কবিতায়/ছড়ায় যাঁরা আসর জমিয়ে তুললেন তাঁরা হলেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ('উলটো পুরাণ), তারাশঙ্কর দত্ত, দীনেন্দ্র চন্দ্র ('হাসি দেখে হাসে কেউ'), বিউটি পাল (শিশু), বিশ্বেশ্বর রায় ('ডাইনর ডিম' – দুর্দান্ত ছড়া), সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায় ('কথোপকথন')। এছাড়াও নানান ছড়া কবিতা শুনিয়েছেন শেফালি সরকার, পার্থ সারথি গায়েন, রণবীর কুমার গায়েন প্রমুখ। শব্দ নিয়ে নানান মজাদার কৌতুক পেশ করেছেন জয় ভট্টাচার্য, শুনিয়েছেন কৌতুক কাহিনী। ৮০ পার করেও যিনি আজও চিন্তা ভাবনায় (এবং ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদে চেহারাতেও তরুণ) 'তরুণের থেকেও তরুণ' সেই শ্রদ্ধেয় মোহিত গুপ্ত শোনালেন জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রা ভবনে নিয়মিত আয়োজিত রঙ্গ–ব্যঙ্গ আসরের কথা। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ওই আসরেই শরৎচন্দ্র–সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে একটি মজার ঘটনার কথাও শোনালেন। মাঝে মাঝে তাঁর ভাষণের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবেই শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের কয়েক কলি। শ্রী গুপ্তর ভাষণ সব সময় তথ্যপূর্ণ, রসসিক্ত, তাই সবাই মন দিয়ে শোনেন যে কোনও পরিবেশন। এদিন যাঁদের রম্য রচনা সকলে উপভোগ করলেন তাঁরা হলেন বিউটি পাল ('বেগার্স ডে' শুরু হল রম্য রচনা হিসাবে, সমাপ্তি ঘটল বেদনার মীড়ে, অনবদ্য রচনা), শৈলেশ্বর মুখার্জি ('বিশ্বস্ত মিথ্যাবাদি'– গল্পের প্লট অবাস্তব তবে রম্য রচনা হিসাবে চিন্তা করলে ঠিক আছে)। আরও বিবিধ রচনা শুনিয়েছেন অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে রম্য রচনার সেরা শিরোপাটি এদিনও পেলেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল তাঁর দুর্দান্ত 'কাঁঠাল কাহিনী'–র মাধ্যমে... আসরে বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'বাদল বাউল বাজায় রে' স্বপ্ন দাসের পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' আসরকে দিল বিশেষ দ্যুতি। এদিন আসরে প্রথম এলেন 'কবিমন' পত্রিকার সম্পাদক নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসর খুবই ভাল লাগলো, এই কথাটিই সুন্দর শব্দ চয়ন সমৃদ্ধ ভাষণে বললেন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ধরনের ভাল লাগার কথাই আগামী দিনে নব পর্যায়ে ব্যাঙ্গমাকে এগিয়ে নিতে যেতে অবশ্যই সাহায্য করবে। সংগঠনের পত্রিকার প্রকাশক আসামে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলির কথা অতি মনোগ্রাহী ভাবে পেশ করলেন 'ইলিশ মাছের গন্ধ' সংপৃক্ত হিসাবে। বর্ষার সন্ধ্যায় যেন ইলিশ মাছের গন্ধও পাওয়া গেল, বাগ্মী মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। এদিন শক্তিপ্রসাদ রায় শর্মাও সভায় ছিলেন। শুনিয়েছেন মজাদার কবিতা। 'পড়া' নিয়ে সৌমেন ঘোষের রম্য রচনা আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আরও কবিতা শুনিয়েছেন হৃষিকেশ দাস। সঞ্চালক বিভিন্ন জনের পাঠ নিয়ে সুচারু মন্তব্যে আসরকে অতি উচু তানে বেঁধে রাখেন। এই প্রতিবেদকের অনুরোধে শুনিয়েছেন তাঁর অসাধারণ বহুবার শোনা, আবার শোনা যায়, ('বারবার শুনো'!) প্যারডি গান 'লোডশেডিং'–দারুন! 'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টো ফিলিস ইয়াক, ইয়াক'! (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রণাম!)

সব শেষে বলি 'বড় বেদনার মত বেজেছে' সৌমেন মিত্রর পরিবেশিত কৌতুক কণা। তাঁর কৌতূক কণা পরিবেশন কজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হল? বর্ষার দিনে ২৬ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর আসরে উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল নবপর্য্যায় ব্যঙ্গমা ব্যাঙ্গমাতেই রয়েছে...

বিশেষ সংযোজন : নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার স্থায়ী ঠিকানা আভিজাত্য সমৃদ্ধ পি–৭৮ লেক রোড, বাসভবনের উজ্জ্বল সভাঘর।

৯৯ বছরে পা দিলেন সংগীতপ্রতীম দিলীপ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংগীত জগতের প্রবাদ প্রতীম শিল্পী শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায়ের ৯৯তম জন্মদিন এক ঘরোয়া আমেজে পালিত হল ২৯শে এপ্রিল ২০১৫ বুধবার দোলনা স্কুলের সভাগৃহে। বহু জ্ঞানী–গুনীবৃন্দ ও নবীন –প্রবীণ ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে। প্রথমেই দোলনা স্কুলের কয়েক জন ছাত্র ছাত্রী তাদের কিশোর কণ্ঠের গান উপহার দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে।এরপর যিনি দিলীপ বাবুকে নিয়ে তার অম্লমধুর স্মৃতিচারণা করেন। এরপর দিলীপ রায়ের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তারই উদ্দেশ্যে গানের উপঢৌকন সাজিয়ে দেওয়া হয়। অর্চনা ভৌমিক, দোলনা স্কুলের প্রিন্সিপাল মধুরা ভট্টাচার্য, শ্রুতি গোস্বামী,সুস্মিতা ব্যানার্জী,বর্ণালী ঘোষ, অরিজি রায় চৌধুরী–এনারা সকলে গানের পর গান , সুরের পর সুর সৃজন করে গীতিমাল্য রচনা করে মাস্টারমশাইয়ের চরণে নিবেদন করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের একান্ত ও বিনম্র

মধুরা শিল্পী' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অর্চনা ভৌমিক ও তার ছাত্রীরা লহ ফুলে লহ' এবং ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে'– দুটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের পুত্র ড: প্রণবরঞ্জন রায় মাস্টারমশাই–এর জন্মদিনে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে কসমিক হারমোনি থেকে 'তোমারই অনুভব' নামে একটি সিডির সাড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধন করেন ও জন্মদিনের পুরস্কার হিসাবে তা মাস্টারমশাই–এর হাতে তুলে দেন। এরপর একে একে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইকে জন্মদিনের উপহার হিসাবে ফুল,মিষ্টি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড: অমিয় দেব অনুরোধে দিলীপ বাবু এই প্রবীন বয়সেও এক সুন্দর গান সকলকে উপহার দিয়ে বিমুগ্ধ করেন এবং প্রচন্ড করতালিতে সকলের সশ্রদ্ধা গ্রহণ করলেন। অবশেষে জোতিষ্ক দাশগুপ্ত তার পিয়ানোর সুরের মূর্ছনায় সবাইকে বিমুগ্ধ ও মোহিত করে রাখলেন যা বলা যায় সুরের সন্ধ্যার একটা শেষ চমক।

এরপর সন্ধ্যার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হল। জোতিষ্কবাবুর 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' পিয়ানোর সুরের তালে তালে সভাগৃহে উপস্থিত সকলের করতালি সহযোগে দিলীপ রায় তার ৯৯তম জন্মদিনের কেকটি কাটলেন এবং প্রাণ ভরে সবাইকে অশেষ ভালবাসা ও স্নেহ জানালেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য চা জলপানের এক সুন্দর ব্যাবস্থা করা হয়েছিল।

বাবু জগজীবনরামের স্মরণে

দিপা কর্মকার

তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী,রাজনীতিবিদ আবার দক্ষ প্রশাসকও বটে

তিনি হলেন বাবু জগজীবন রাম বা বাবুজী।

জগজীবন রাম ছিলেন ভারতের প্রথম দলিত উপ– প্রধানমন্ত্রী রাজনেতা। তিনি ছিলেন এককথায় সত্যিকারের ভারত নির্মাতা, তিনি কখনওই লোকতান্ত্রিক মূল্যের সাথে আপোষ করেন নি, ন্যায় ও সত্যের পথে চিরকাল হেঁটে গিয়েছেন তিনি। তার জীবন সকলের কাছে প্রেরণা স্বরূপ।

মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে বিহার বিধান পরিষদে সদস্য নামাঙ্কিত হন, পরে গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ অনুসারে ১৯৩৭ এর নির্বাচনে তিনি ডিপ্রেসড ক্লাস লিগের সদস্য রূপে প্রথম এম.এল.এ নির্বাচিত হন।

রেল মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উপ–প্রধানমন্ত্রী শ্রমমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন তিনি। ১৯৬২ সালে ভারত– চিন যুদ্ধ ও ১৯৬৫ সালে ভারত–পাক যুদ্ধের সময় ভারতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, বাবুজি দক্ষ প্রশাসক ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে হরিত ক্রান্তি নামে নতুন ব্যবস্থা চালু করে তৎকালীন সমস্যা দূর করেন। এছাড়াও ডাকব্যবস্থা ও রেলের আধুনিকীকরণ, বিভন্ন কল্যাণকারী যোজনার প্রবর্তন, শ্রমিক– মজুরদের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস অ্যাক্ট, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, প্রোভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট চালু করেন। তিনি দলিত মানুষদের উন্নয়ন ও সার্বিক অধিকার রক্ষার্থে গড়ে তুলেছিলেন অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস লিগ।

শ্রদ্ধেয় বাবুজির স্মরণে বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাস লিগের পক্ষ থেকে ৬ জুলাই সোমবার ভারতসভা হলে আয়োজিত হল হল স্মরণসভা। প্রথমে বাবুজির ছবির সামনে ফুল ও মাল্যদন করা হয়। তারপর শুরু হয় বাবুজির অবদান ও তার কৃতিত্বকে ঘিরে আলোচনা।

গুরু পূর্ণিমা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটে ''মা সারদা এন্টারপ্রাইসেসের'' উদ্যোগে, সমর সরকারের পৌরোহিত্যে এবং কর্মসচিব সুমিত্রা সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় তৃতীয় বার্ষিক শুভ ''গুরু পূর্ণিমা'' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করলেন স্বামী কল্যাণেশানন্দ। এছাড়া গান গেয়ে শোনান শ্যামল নায়ক। সঙ্গে তবলা বাজান সুবীর দে। ভক্তদের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটি সাফল্যলাভ করে। গুরু পূর্ণিমার দিনটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই নিজেদের গুরুর প্রতি প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকেন। সে দীক্ষা গুরুই হোক আর ক্রিকেট গুরু। তাই এদিন শচীন ছুটে যান ছোটবেলার গুরু রমাকান্ত আচরেকরের কাছে।

মানুষ হওয়ার পাথেয় ফ্রেজারগঞ্জের অভিমন্যুবাবু

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

গুরুপদ গাঁউনে। তাঁর বয়স তখন বছর সাত। তখন প্রায় দশটা। আমরা ফ্রেজারগঞ্জে অমরাবতী গ্রাম–সংলগ্ন চরে একটা চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছিলাম। অভিমন্যুবাবু এলেন।

আপনি অভিমন্যুবাবু? আমি জিগ্যেস করলাম।

হ্যাঁ। দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে অভিমন্যুবাবু বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমার বাড়ি ডায়মন্ড হারবার। ওনার বাড়ি কলকাতায়। আমি, শঙ্কর কুমার প্রামাণিক, মগরাহাট, বি. ডি. ও. অফিসে চাকরি করি। ওনার নাম, ড. নেপাল চন্দ্র নন্দী, জীববিজ্ঞানী। আমরা আপনার নাম শুনেছি। আপনার শুকোমাছের ব্যবসা আছে। চর–সংলগ্ন আপনার বাড়ি। আমরা লজ্জিত। আপনাকে আগে খবর না দিয়ে এসেছি।

লজ্জার কিছু নেই। অনেকেই আসেন। মৎস্যজীবীদের সংগঠন করি। আমাদের এসব করতেই হয়।

সেটা জেনেই এসেছি। হঠাৎ দুর্যোগ দেখা দেবে বুঝতে পারিনি। নামখানায় বৃষ্টির জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যার ফলে খুব দেরি হয়ে

গিয়েছে।

চিন্তার কিছুই নেই, চলুন। সামনেই বাড়ি। মাটির রাস্তা। কাদা হয়েছে। সাবধানে আসুন। বাড়িতে বসে আপনাদের কথা শুনব।

রাস্তা অন্ধকার। আমাদের হাতে ব্যাগ। অভিমন্যুবাবু আমাদের কাছ থেকে বড়ো ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন। বললেন, দেখে আসুন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। মিনিট পাঁচ–সাতেকের মধ্যে অভিমন্যুবাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। একটা ছোটো মাটির ঘর, ঘেরা বারান্দা। বারান্দায় একটা তক্তপোশ। দু'জনে উঠোনে। অভিমন্যুবাবু বললেন, ওখানে ইট পাতা আছে। ওর ওপর দাঁড়ান। আপনারা ঘাটে নামতে পারবেন না। ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। এর ওপর অন্ধকার। অভিমন্যুবাবু নিজেই বালতিতে করে জল নিয়ে আসছেন। দেখে আমরা মরমে মরে যাচ্ছি। খারাপ আবহাওয়া আগে বুঝতে পারলে আসতাম না। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর শোক করে লাভ নেই। পা ধুয়ে আমরা দাওয়ায় তক্তপোশের ওপর বসলাম। অভিমন্যুবাবুর স্ত্রী আমাদের কাছে একটা হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা কেরোসিন তেলের কুপি জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে অভিমন্যুবাবুর বিধবা মা শুয়ে। আর একপাশে তক্তপোশের ওপর অভিমন্যুবাবুর ছেলেরা ঘুমুচ্ছে।

অভিমন্যুবাবু আমাদের কাছে এসে বসলেন। বললেন, কী জানতে চান বলুন?

এটা ১৯৯৪ – ৯৫ সালের কথা। তখন সুন্দরবনে শুকো মাছের ব্যবসার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিল জম্বুদ্বীপ। তারপর কালিস্থান, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর এবং মৌশুনি। সে সময় অমরাবতী গ্রাম–সংলগ্ন ফ্রেজারগঞ্জের চরে মাঝারি খুটি (মিডিয়াম–সাইজ ফিশিং ক্যাম্প) বসত। আমার সমীক্ষা অনুযায়ী ৪৬ টা খুঁটি বসেছিল। এই খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করে প্রায় দেড় হাজার লোকের প্রত্যক্ষভাবে কর্ম সংস্থান হত। দ্বিতীয়বারের সমীক্ষায় (২০১৩–১৪) দেখা গেল মাঝারি খুঁটির অস্তিত্ব নেই। এই সমীক্ষায় পাওয়া গেল ১০টা বড়ো খুঁটি আর ৪২টা ছোটো খুঁটি।

ঠিকই বলেছেন। অভিমন্যুবাবু বললেন। জম্বুদ্বীপ থেকে সব খুঁটি

সুন্দরবনের ডায়েরি

কোর্টের নির্দেশে সরকার তুলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ১০ টা বড়ো খুঁটি এখানে বসেছে। এরা স্থানীয় জেলে নয়। সবাই কাকদ্বীপের। বড়ো বড়ো পার্টি। আর এখানকার পার্টিদের বড়োতো দূরের কথা, মাঝারি খুঁটিও বসানোর ক্ষমতা নেই। তাই ছোটো খুঁটি বসিয়েছে। অনেক ছোটো খুঁটি বসেছে। আগের চেয়ে বেশি মানুষ কাজ পাচ্ছে।

মহিলারাও বেশি বেশি করে কাজ পাচ্ছেন।

মহিলারা তো বটেই। তারা বাছুনির কাজ করে। অল্প বয়সি ছেলেমেয়েরাও এই মরশুমে কিছু রোজগার করছে। ডাঙার সব রকমের কাজ, এমনকী বাছুনির কাজও করছে।

অভিমন্যুবাবুর স্ত্রী দাওয়ায় তালপাতার চাটাই পেতে জলের গেলাস দিয়ে জায়গা করে রেখেছেন। অভিমন্যুবাবু বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। রাত হয়েছে। আপনারাও ক্লান্ত। আসুন, দু'টো ডাল– ভাত খেয়ে নিই। বাকি কথা সকালে হবে। আমরা খেতে বসলাম। গরম গরম ডাল–ভাত, আলু ভাজা আর ডিমের ঝোল। পরিবেশনে কি আন্তরিকতা! সবটাই উপভোগ করছি।

খুব তৃপ্তি করে খেলাম। দুর্যোগের রাতে, বলা নেই কওয়া নেই, দু'জন অপরিচিত মানুষ একটা বাড়িতে উঠল। কোনো সন্দেহ নেই, কোনো করুণা নেই, শুধু ভালোবাসা। যেন পরম আত্মীয়। সেই রাতে তাঁদের আপ্যায়ন ও যত্ন আজ বহু বছর বাদেও ভুলিনি। এইসব দেখে কখনো কখনো মনে হয়, কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ডিগ্রি জোগাড় করা যায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষ হতে হলে অভিমন্যুবাবুদের মতো মানুষদের সান্নিধ্য পাওয়া দরকার।

ফুটবলে মগ্ন অকৃতদার শিক্ষক

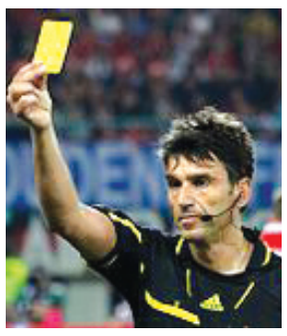

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধুমাত্র ফুটবলই পারে সকল মানুষকে একজোট করতে। ফুটবল মানে এক ঝলক টাটকা বাতাস। ফুটবলকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না। গৃহশিক্ষক সুশান্ত দাস (বল্টু) এর কিশোর ছাত্ররা গত ৩১ জুলাই ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি অ্যাঙ্গাস ইএস আই হাসপাতালের মাঠে সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে চুটিয়ে খেলল ফুটবল। অষ্টম থেকে বিএ প্রথম বর্ষ বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রদের গ্রুপ থেকে মূলপর্বে বিজয়ী হল দ্বাদশ শ্রেণি কলাবিভাগ, রানার্স হল একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগ। খেলার পর দামি পুরস্কার পেল ছাত্ররা। মাস্টারমশাই নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করলেন। প্রসঙ্গত, তিনি পঠনপাঠনের সঙ্গে টিচার্স ডে, বিজয়া দশমী, খ্রিস্টমাস ডেতে পিকনিক, ভ্রমণ, সব উৎসবে ছাত্রদের সঙ্গে খরচের হাত একাই বাড়িয়ে দেন। একসময় সুশান্ত জেলা লিগে রীতিমতো বড় ম্যাচে রেফারিং করত। তাই এখনও অকৃতদার সুশান্ত সময় পেলেই কালো হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা জামা পরে বাঁশি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। প্রতিবছর বহু ছাত্রছাত্রীরা এই কোচিং ক্লাস থেকে পাশ করে চাকরি সূত্রে দেশবিদেশে চলে যায়। কিন্তু মাস্টারমশাইকে ভোলে না। এরকম প্রয়াস যেন থেমে না যায়। ফুটবল খেলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার এই প্রয়াস একেবারেই অভুতপূর্ব। যা আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে এই খেলার প্রতি দায়বদ্ধ হতে।

হৈ হৈ করে শুরু কলকাতা লিগ

ডায়মন্ড সিস্টেমের মতোই মোড় ঘুরিয়েছে বাগানের জাতীয় লিগ জয়

পাঁচুগোপাল দত্ত

ভরা বর্ষার আবহ কাটতে না কাটতেই কলকাতায় বেজে উঠল ফুটবল লিগের ঘন্টা। জাতীয় লিগের প্রেক্ষাপটে এখন কলকাতার লিগ হয়তো অনেক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাও এখানকার ফুটবলপ্রেমী জনতা ঠিক মেতে উঠছেন কলকাতা লিগের লড়াই নিয়ে। জাতীয় লিগে ময়দানের একদা তৃতীয় প্রধান মহমেডান প্রায় অবলুপ্ত হলেও কলকাতা তথা রাজ্যের বুকে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিতে একেবারে তৈরি সাদা কালো শিবির। যার কিছুটা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গেল জাতীয় লিগ জয়ী মোহনবাগান। বস্তুত দশজন মিলে খেলেও শক্তিশালী মোহনবাগানকে রুখে দিল মহমেডান। সঞ্জয় সেনের গৌরবের আঁচে খানিকটা হলেও কালি ছিটিয়ে গেলেন মহমেডানের কোচ মৃদুল। ফুটবলার হিসেবে গড়পরতা হলেও ফুটবল সেন্স বা বিচক্ষণতায় সে যে কোনওভাবে পিছিয়ে নেই তা বুঝিয়ে দিলেন ভালোভাবেই। প্রথম ম্যাচে টালিগঞ্জের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই এরিয়ান্সের কাছ হার শিকার করতে হল কিংফিশার ইস্টবেঙ্গলকে।

এত বছর পরেও সেই পুরনো গাঁট এরিয়ান্স বেগ দিয়ে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। এইরকম রেলের দু-একটি দল মোহনবাগানের কাছে যম ছিল একসময়। তখন অবশ্য জাতীয় লিগের আমদানি ঘটেনি। ফলে এই কলকাতা লিগের গুরুত্বই ছিল অন্যরকম। যাক এটাই ভালো হাল লক্ষণ এত কিছুর পরে এখনও কলকাতার তিনপ্রধান মাঠে নামলে তাদের সদস্য-সমর্থকরা ভিড় জমাচ্ছেন মাঠে। সে যুবভারতী হোক আর বারাসত কিংবা কল্যাণীর স্টেডিয়াম। এটা নিঃসন্দেহে কলকাতা তথা রাজ্যের পক্ষে ইতিবাচক। এ রাজ্যে খেলাধুলার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ আছে একথা অনস্বীকার্য। তবে ইদানীংকালে তাতে ভালোমতো থাবা বসিয়েছে ক্রিকেট। বিশেষ করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তকমা পাওয়ার পর থেকে। সেই রাজ্যে এখনও কলকাতা ফুটবল লিগকে ঘিরে এই উৎসাহ দেখবার মতো। এমনিতে মাত্র কটি ম্যাচ হয়েছে। মোহন-ইস্ট বা মহমেডানের অনেক নামিদামিরা এখনও মাঠেই নামেনি। তাও ফুটবল জনতার এই আবেগ দেখবার মতো। এখানেই অন্য রাজ্যকে টেক্কা দেয় বাংলা। অনস্বীকার্যভাবে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা হয়েও থাকা তাই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা তাও জাতীয় লিগে দলকে দেখতে পান দেশের সেরা দলগুলির মহড়া নিতে। কিন্তু মহমেডানের অবনমন ঘটার এতদিন পরেও ক্লাব সদস্য-সমর্থকদের ভালোবাসা দেখবার মতো, গর্ব করার মতো।

কলকাতা লিগের এই প্রাথমিক পর্যায় দাঁড়িয়ে চোখ চলে যায় খুব বেশি দূরে নয়। এমন এক অতীতে, যা এখনকার প্রজন্মকেও ফুটবল নিয়ে ভাবতে শেখাচ্ছে। এই তো সেদিন গড়ের মাঠের প্রবীণ কোচ অমল দত্তের হাত ধরে এক অভূতপূর্ব ডায়মন্ড সিস্টেম মাথাচাড়া দিয়েছিল এখানকার মাঠে। স্বকীয় দক্ষতায় প্রায় মরা গাঙে বান এনেছিলেন অমলবাবু। তার সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল আরও এক বর্ষীয়ান কোচ, প্রদীপ বা পিকে ব্যানার্জি। হ্যাঁ, এই মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগেও তাঁকে পিকে বলেই সম্বোধন করতে হয়। এই পিকে-কে কিন্তু আমির খানের জনপ্রিয় ছবি পিকে-র সঙ্গে আদৌ গুলিয়ে ফেলবেন না। তবে বাংলার ফুটবলে পিকে-অমলরা চিত্রতারকাদের মতোই জনপ্রিয়। প্রদীপ বন্দোপাধ্যায় যেমন সত্তরের একটানা সাফল্যের জন্য বিখ্যাত তেমনই অমল দত্ত সুবিদিত নতুন প্লেয়ার তুলে আনায়। তাছাড়া ১৯৯৭ সালে সেই ডায়মন্ডের বছর কলকাতা ফুটবলের ইতিহাসে এক চাকা ঘোরানো অধ্যায় হিসেবেই পরিচিত থেকে যাবে। এর সঙ্গে কলকাতার সাফল্যের পালকে সাম্প্রতিক অতীতের আরও এক সফল পর্বের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। সেটা হল সুভাষ ভৌমিকের কোচিংয়ে মালেশিয়ার মাটি থেকে এশিয়ার শক্তিশালী দলগুলিকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলের আশিয়ান কাপ জয়। বস্তুত পিকে ব্যানার্জির যোগ্যতম ছাত্র সুভাষ ভৌমিকের কোচিংয়ে সেই পিকে-অমলের বটবৃক্ষের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। যার অনেকটা সঞ্চালিত হয়েছে একালের অপর সফল কোচ সুব্রত ভট্টাচার্যের মধ্যেও। ময়দানের বাবলুদা, ভোম্বলদাদের ছায়া আবার প্রসারিত করছে সঞ্জয় সেন, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মৃদুলদের। আরেকটা দিক পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে শুধু বিদেশি কোচ এনে রাশি রাশি অর্থ খরচ না করে ঘরের ছেলেদের প্রকৃত সম্মান দিলে অনেক সাফল্য আসতে পারে। মোহনবাগানের জাতীয় লিগ জয় এর স্পষ্ট উদাহরণ। বলা যেতে পারে অমল দত্তের ডায়মন্ড সিস্টেম কলকাতার ফুটবলকে যে সঞ্জীবনী সুধা প্রদান করেছিল তার দ্বিতীয় পর্ব এবার শুরু হল চেতলার সঞ্জয় সেনের হাত ধরে। জাতীয় লিগ যতই সবুজ মেরুনের ঘরে আসুক স্থানীয় লিগ অর্থাৎ কলকাতা লিগ ফের লাল-হলুদ তাঁবুতে তুলতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল শিবির। উল্লেখ্য, গত ৬ বছর ধরে একটানা কলকাতা লিগের দখলদার হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফলে এর প্রতি তার দাবি নিঃসন্দেহে অনেকটাই। তবে জাতীয় লিগ জেতার পর প্রবল প্রতিপক্ষকে কোনও ভাবেই জায়গা দিতে চাইছে না মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে ড্র করলেও তা ভুলে আগামী দিনে ঝাঁপাতে চাইছে বাগান। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সবুজ মেরুনে আসতে পারে কলকাতা লিগ।

যাবজ্জীবন কয়েদিদের প্রদর্শনী ফুটবল

মলয় সুর : যাবজ্জীবন সাজা খাটছেন সেইসব কয়েদিদের নিয়ে আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন বর্ধমানের গুসকরা স্টেডিয়ামে স্থানীয় গুসকরা চেয়ারম্যান একাদশ এবং ওয়েস্টবেঙ্গল আবাসিক ফুটবল স্পোর্টস ক্লাবের এক আমন্ত্রণী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই টিমে যাবজ্জীবন থেকে ফাঁসির আসামী পর্যন্ত রয়েছেন। জেলের অন্ধকার জীবন থেকে উন্মুক্ত ফুটবল ময়দানে তাদের খেলতে দেখা যাবে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা দলের একদিকে প্রশিক্ষক অন্যদিকে যিনি ফুটবলের বিশিষ্ট ভাষ্যকার সেই মিহির দাস জানান, জেলের কয়েদিদের বাছাই করেই এবারে বহরমপুরে 'বিবেক কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনী ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায়। তিনি ফুটবল প্রেমী। এছাড়া এডিজি অধীর শর্মা। থাকবেন বর্ধমান রেঞ্জের পুলিশের কর্তারা।

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা মাটি মানুষের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুলিশকে এক অন্যরূপে দেখতে চাইছেন তিনি। ফলে আগের মতো মানুষের কাছে ভীতি প্রদর্শন করা পুলিশের বর্তমান স্বরূপ নয়। বরং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বেশি করে জনসংযোগে মনোযোগী হয়েছে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী। এরই প্রতিরূপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে এই দাগী আসামীদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন। আগামী দিনে সারা রাজ্য জুড়েইএই ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে পুলিশ এবং অপরাধীর সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এক অন্য ধরনের সমীকরণ উঠে আসবে জনসমক্ষে।

ভারতের অনায়াস জয় আটকালো চান্ডিমল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো শ্রীলঙ্কার চান্ডিমল। টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের প্রায় ২০০ রানের লিডের সামনে ৫ রানে দু'উইকেট হারিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। মনে করা হচ্ছিল বিরাট কোহলি এবং শিখর ধাওয়ানের জোড়া সেঞ্চুরির ধাক্কায় কুপোকাৎ হয়ে পড়েছে সিংহলীরা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই সিরিজের প্রথমেই ভারতকে সুবিধাজনক অবস্থায় রেখেছে অবশ্যই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দাপুটে অফ স্পিন। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে কার্যত মুড়িয়ে দেন অশ্বিন। ভারতীয় ব্যাটিংয়ে কোহলি এবং ধাওয়ানের পাশাপাশি সমান উজ্জ্বল ছিলেন বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা। তিনি ৬০ রানের একটি চমৎকার ইনিংস খেলেন।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মাতৃত্ব

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

সেদিন ইন্দিরাদির বেশ তাড়া ছিল বলে স্কুলের গাড়িতেই বাড়ি ফিরছিলেন। বাসে ছোট ছোট কয়েকটি মেয়েও ছিল। কৌতূহলের বশে নিকটে বসা কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কয়েকজনকে প্রশ্ন করলেন, বড় হয়ে কী হবে? কেউ বলেছিল, ডাক্তার, কেউ বা শিক্ষিকা, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম শ্রেণির একটি মেয়ে বলেছিল, আমি চাকরি না করে বাড়িতেই থাকবো। ইন্দিরাদি বেশ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, ও মা, সে কী কথা? তোমার বন্ধুরা তো সকলেই চাকরি করবে বলছে, তুমি করতে চাওনা কেন?

শিশুটি কোনও প্রকার ইতস্তত না করে বলেছিল, না, আমি কিছুতেই চাকরি করব না।

-কেন?

জানতে চাইলেন ইন্দিরাদি।

বাড়িতে তো আমার বেবি থাকবে। আমি চাকরি করলে ওকে তাহলে কে খাওয়াবে, ওর সঙ্গে কে খেলবে? ওর কষ্ট হবে তো!

শিশুটির কথা শুনে ইন্দিরাদির মনে ভেসে উঠল ওনার নিজের মেয়ের মুখটা। ও হয়তো এখন জানলার ধারে পথ চেয়ে বসে আছে মায়ের জন্য!

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

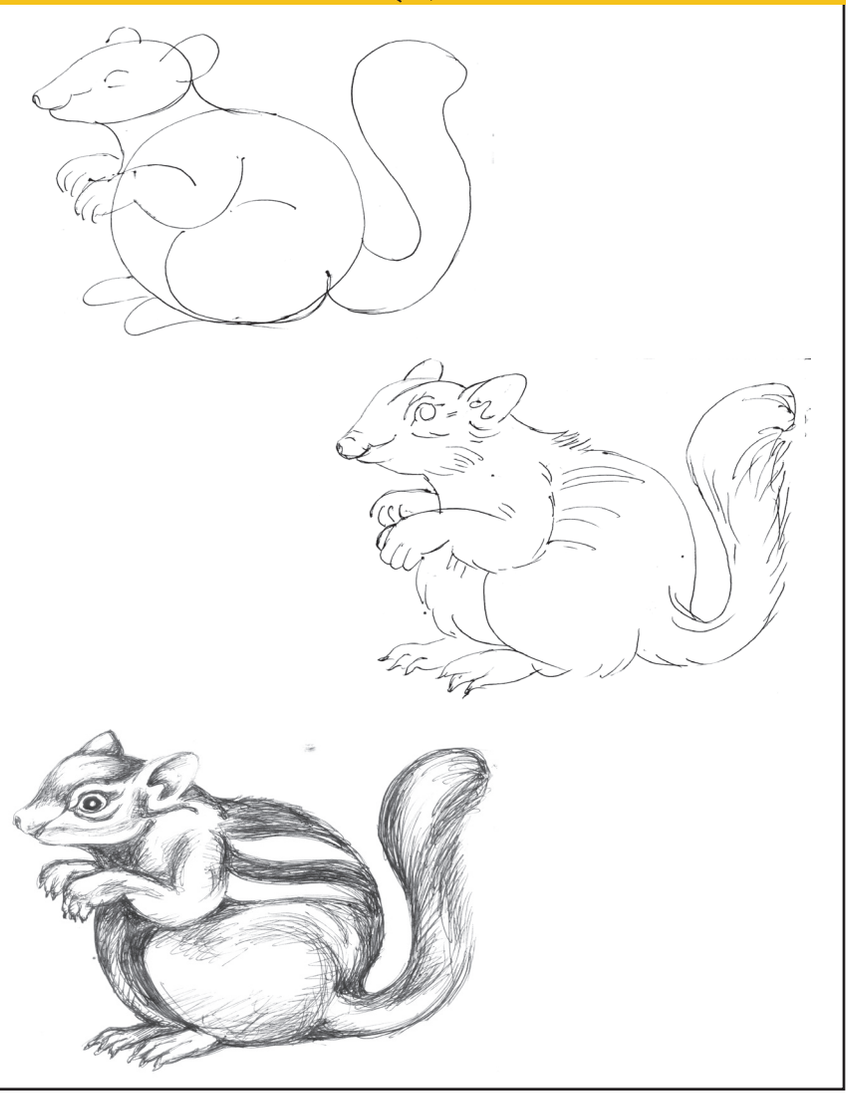

তুষার মন্ডল, চতুর্থ শ্রেণি, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com